ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 December, 2019 ■ আগরতলা, ১ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিরবিশ্বস্ত চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর ধর্মনগর • কলকাতা

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক গুঁড়া মশলা অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

শনিবার ছামনুতে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে হাজির হন এক দিব্যাঙ্গন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কারোর ক্ষতি করবে না, অভয় দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু, শনিবারের বৈঠকে ওই বিল কারোর কোন ক্ষতি করবে না বলে, তাঁদেরকে আশ্বস্থ করার চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ওই বিলে আপত্তি থাকলে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ, ওই বিলের প্রতিবাদে ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোক, চাইছেন না তিনি।

আজ ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় অবিচল রয়েছি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে ওই বিলে আপত্তি, তা সাফ জানিয়েছি। তিনি বলেন, ওই বিল প্রত্যাহার না করা হলে ত্রিপুরায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। কারণ, ইতিপূর্বে

একাধিকবার ত্রিপুরা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। তাই, নতুন করে বোঝা বহনের ক্ষমতা নেই আমাদের, তাও সাফ জানিয়েছি। আইএনপিটি সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মাও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ওই বিলে আপত্তির কথা জানিয়েছে। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে গোড়া থেকে আপত্তি ছিল। সে-কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্পষ্ট বুঝিয়েছি।

ওই বিল নিয়ে আলোচনার নির্যাস তুলে ধরে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সকলকে অভয় দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওই বিলে কারোর কোন ক্ষতি হবে না, আশ্বস্থ করেছেন তিনি। রেবতী ত্রিপুরা বলেন, অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার, বৈঠকে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ফলে ওই বিলে দেশের একতা ও অখণ্ডতায় কোন চিড় ধরবে না, আশ্বস্থ করেছেন তিনি। রেবতী ত্রিপুরার কথায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলকে ওই বিলে আপত্তি থাকলে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, বিলের বিরোধিতায় ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোক চাইছেন না তিনি।

এদিকে, রেবতী ত্রিপুরা ওই বিলে আপত্তি নেই জানালেও, এডিসি-কে অধিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সওয়াল করেছেন। তিনি ছাড়া অন্যরাও একই প্রশ্নে সওয়াল করেছেন। রেবতী ত্রিপুরা বলেন, এডিসি-কে অধিক ক্ষমতায়নে জনজাতিদের সমস্ত অধিকার রক্ষিত হবে। তাতে, নাগরিকত্ব সংশোধনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদ ভবনের বাইরে ধরনায় তরুণী

হায়দরাবাদে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় উত্তাল তেলেঙ্গানা, আঁচ দিল্লিতেও

নয়াদিল্লী, ২৯ নভেম্বর।। হায়দরাবাদের শামশাবাদে মহিলা পশুচিকিতককে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় উত্তাল তেলেঙ্গানা । ঘটনার আঁচ পরেছে রাজধানী দিল্লিতেও। চিকিৎসকের গণধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে শনিবার পথে নেমেছে হায়দরাবাদ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অপরাধীদের যত দ্রুত সম্ভব ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। প্রতিবাদীদের ওপর লাঠিও চালিয়েছে পুলিশ। তবে আন্দোলন থামার নয় । এই ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লির সংসদ ভবনের বাইরের রাস্তায় ধরনায় বসেন এক তরুণী।

মহিলা পশুচিকিতককে গণধর্ষণ ও নির্মম খুনের জেরে স্তব্ধ গোটা দেশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ চলছে, অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি চাইছেন মানুষ। হায়দরাবাদের মানুষ পথে নেমেছেন, এঁদের মধ্যে রয়েছেন মৃতার আপনজন ও প্রতিবেশীরা। বেশ কয়েকটি মহিলা সংগঠন শাদনগর এলাকায় মোমবাতি মিছিলের ডাক দিয়েছে, তাদের দাবি, অপরাধীদের আদালতে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আইনি পথে না গিয়ে প্রথমেই ফাঁসি দিতে হবে তাদের। ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনতে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে।কিন্তু তাতে বিক্ষোভ কমেনি।

এদিকে, এই ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লির সংসদ ভবনের বাইরের রাস্তায় ধরনায় বসেন এক তরুণী। তাঁর নাম অনু দুবে, তাঁকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয়েছে ৪-৫ ঘণ্টা। আর বিক্ষোভ না দেখানোর শর্তে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অনু থানার বাইরে এসে বলেছেন, মহিলা পুলিশকর্মীরা তাঁর গায়ে নখ ফুটিয়েছেন, মারধর করেছেন। হাতের তালুতে আঘাতের দাগও দেখিয়েছেন তিনি।

অনুর বক্তব্য, তিনি ধরনায় বসেছেন, কারণ তিনি হায়দরাবাদের তরুণীর মত আগুনে পুড়ে মরতে চান না। প্রতি ২০ মিনিটে কোনও না কোনও মেয়ের ধর্ষণ হচ্ছে। এভাবে বারবার ধর্ষণের ঘটনা আর সহ্য করতে পারছেন না তিনি, রাতের পর রাত ঘুমোতে পারেন না। দিল্লি পুলিশ তাঁকে যন্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কন্যা সন্তানের জন্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সাধারণ কামরায় জন্ম নিয়েছে ফুটফুটে এক শিশুকন্যা। শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আগরতলা থেকে কলকাতাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়াতেই কয়েকজন যাত্রী আরপিএফ জওয়ানদের খবর দেন, জনৈক গর্ভবতী মহিলা প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। চিকিৎসক আসার আগেই মহিলাটি ট্রেনের কামরায় কন্যাসন্তান প্রসব করেন। ওই ট্রেনের যাত্রীরা কন্যা সন্তানের নাম কাঞ্চনমালা রাখার প্রস্তাব রেখেছেন প্রসূতি মায়ের কাছে।

এ-বিষয়ে আর পি এফ-এর সাব- ইন্সপেক্টর লক্ষণ দেববর্মা বলেন, হাবিলদার প্রণব রায়কে দিয়ে রেলওয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক অনুপমা দেববর্মার কাছে খবরটি পাঠানো হয়। খবর পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। এসে দেখেন ট্রেনের কামরায় মহিলা যাত্রীটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন। লক্ষণ দেববর্মা জানিয়েছেন, চিকিৎসক মা ও সন্তানের পরীক্ষা করেছেন। তারা সুস্থ। তবে, তাদের প্রসব পরবর্তী চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসক। কিন্তু মহিলা ও তার স্বামী রাজি হননি এবং ওই ট্রেনেই তারা মালদার উদ্দেশে রওয়ানা হন।আরপিএফ-এর সাব- ইন্সপেক্টর জানান, ১৩১৭৪ ☛ ৬এরপাতায় দেখুন

আস্থাভোটে জয়ী ঠাকরে সরকার, পক্ষে ১৬৯টি ভোট, ওয়াকআউট বিজেপির

মুম্বাই, ২৯ নভেম্বর।। মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরে সরকারের মহা বিকাশ আঘাড়ি বিরোধীদের ওয়াকআউটের পর আস্থাভোটে জয়ী হল। প্রত্যাশা মতোই উদ্ধব ঠাকরে সরকারের (মহা বিকাশ আগাড়ি জোট) পক্ষে ভোট পড়েছে ১৬৯টি ভোট। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ১৪৫। ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করেই ১৬৯টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে উদ্ধব ঠাকরে সরকার। শিবসেনা ছাড়াও মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছে এনসিপি ও কংগ্রেস। তবে, আস্থাভোট শুরু হওয়ার আগেই বিজেপি বিধায়করা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন। শিবসেনা- কংগ্রেস- এনসিপি জোট পাকা হওয়ার পর উদ্ধব ঠাকরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করা নিয়ে খুব একটা সংশয় ছিল না।

এদিন সকালেই শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত দাবি করেছিলেন, ১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে তাঁদের পক্ষে। বিধানসভায় আস্থা ভোটের শেষে দেখা গেল ১৬৯ টি ভোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চারজন বিধায়ক ভোটদান থেকে বিরত থেকেছেন। এই চারজন হলেন, মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার ১ বিধায়ক, এআইএমআইএমের ২ বিধায়ক এবং সিপিএমের এক বিধায়ক। ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ১৪৫। অর্থাৎ, অতি সহজেই ম্যাজিক ফিগার পার করে গিয়েছে শিব সেনা-কংগ্রেস-এনসিপির জোট। এদিন, আস্থাভোট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই অবশ্য ওয়াক আউট করে বিজেপি। তাদের দাবি, আস্থা ভোটের জন্য দ্বিতীয়বার প্রোটেম স্পিকার নির্বাচন করা হয়েছে, যা বেআইনি।

স্পিকার নির্বাচনের আগে আস্থা ভোট হওয়া নিয়েও সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। উল্লেখ্য, এদিন স্পিকার পদের জন্য কংগ্রেস নেতা নানা পাটোলে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। একসময় বিজেপিতেই ছিলেন পাটোলে। পরে মোদীর নীতির বিরোধিতা করে দল ছাড়েন তিনি। এদিন মহারাষ্ট্র বিধানসভায় আস্থাভোটের প্রস্তাব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সারের ওষুধের বরাত বাতিল ঃ দুর্নীতি নয় প্রক্রিয়াগত ত্রুটির জন্যই এই রায় হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। দুর্নীতি নয়, প্রক্রিয়াগত ত্রুটির জন্যই ক্যান্সারের চিকিৎসায় জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহের বরাত বাতিল করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। সিপিএমের অপপ্রচারের জবাবে এই দাবি করল বিজেপি। ত্রিপুরায় গত ২৭ নভেম্বর উচ্চ আদালত ক্যান্সারের চিকিৎসা জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহের বরাত বাতিল করেছে। তাতে, সিপিএম ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে। সেই অভিযোগ শাসক দল বিজেপি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র

স্পষ্টিকরণ বিজেপির

নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ত্রিপুরায় বাম আমলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল। তাই বর্তমান রাজ্য সরকারকে তারা কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে। তিনি দাবি করেন, ২০ মাসে একটিও দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে, বিজেপির প্রদেশ কমিটির প্রধান মুখপাত্র ডাঃ অশোক সিনহা বলেন, বাম আমলে প্রত্যেকটা দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ সহ বিরোধিরা জনসমক্ষে আনতেন। অথচ এখন তারা ক্ষমতা হারিয়ে সত্যতা যাচাই না করেই দুর্নীতি নিয়ে হইচই শুরু করেছে। তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরীও প্রকৃত সত্য না জেনেই এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় খতিয়ে না দেখে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসায় জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্জিত অধিকার সুরক্ষায় নারী সমিতি আন্দোলন সংগঠিত করবে ঃ বৃন্দা কারাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধ করা, কাজ খাদ্য, স্বাস্থ্য সুরক্ষার দাবিতে এংব গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়ে রাজধানী আগরতলা শহরে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির এক র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালি শেষে আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য সম্মেলন। নারী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার, বৃন্দা কারাত সহ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ।

সারাভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নারী নেত্রী বৃন্দা কারাত রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারকে রীতিমতো হুশিয়ারি দেন। তিনি

নারী সমিতির মিছিল রাজধানী আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

বলেন, নারী সমিতির একটা ঐতিহ্য রয়েছে। রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সেই ঐতিহ্য তুলে ধরা হচ্ছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার যতই নির্যাতন, নিপীড়ন ও দমনপীড়ন চালাক না কেন নারী সমিতি পিছু হঠবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি। নারীদের অর্জিত অধিকার সুরক্ষায় নারী সমিতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। গোটা দেশের যে পরিস্থিতি তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

ত্রিপুরায় বাম আমলের সুস্থ সুন্দর পরিবেশকে বর্তমান সরকার কলঙ্কিত করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের সংবিধান মানে না বলেও অভিযোগ এনেছেন নারী নেত্রী বৃন্দা কারাত। যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মানে না তাদের ভূমিকা নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসন, ভেবে দেখার আশ্বাস কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের ১৭১ পরিবারের ৮৪৪ জন মিজোরামে ফিরে গেছেন। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের জন্য আগামীকাল রবিবার থেকে ফের বন্ধ হয়ে যাবে রেশন সামগ্রী সরবরাহ। ফলে নতুন করে জটিলতা দেখা দেবে। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নয়াদিল্লিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার সময় ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ী পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন। মিজোরামে ফিরে যাওয়ার শর্তে মঞ্জুর প্যাকেজ তাদেরকে ত্রিপুরায়ও প্রদানের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। কারণ, ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীর একাংশকে ত্রিপুরায় স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিয়েছে।

দিল্লি থেকে টেলিফোনে সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরা জানিয়েছেন, ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং এনজিও-দের প্রতিনিধিদের সাথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনায় ব্রু শরণার্থীদের বিষয়টিও চর্চা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আপত্তি নেই বলে আস্বস্ত করেছেন। ফলে, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করবে, তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে ত্রিপুরা সরকার ৪০০-৫০০ ব্রু শরণার্থী পরিবারকে ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে ব্রু শরণার্থীদের জন্য মঞ্জুর প্যাকেজ ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বাল্য বিবাহ থামানো যায়নি, বেশি প্রভাব ধলাইয়ে জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। রাজ্যে বাল্য বিবাহ আজও থামানো যায়নি। এই সমস্যার আগুনে পুড়ছে ধলাই জেলা। তাই জনসচেতনতা বৃদ্ধির দিকেই আরও সচেতন হবে চাইল্ড রাইটস কমিশন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ বলেন, শিশুদের রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এখন আমাদের মূল লক্ষ্য। কারণ, দারিদ্র্যতা, নিরক্ষতা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতদেরই বাল্য বিবাহের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় একাংশে দারিদ্র্যতা, নিরক্ষতা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া বাল্য বিবাহের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ধলাই জেলায় এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যাচ্ছে। বেআইনী এই কাজে ধলাইয়ের একাংশের অংশগ্রহণকে কোনভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষের ন্যায্য টাকা থেকে কমিশন খেতেন যাঁরা তাঁরাই কাজ ও খাদ্যের অভাবে ভুগছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। মানুষের ন্যায্য টাকা থেকে কমিশন খেতেন যাঁরা, তাঁরাই কাজ ও খাদ্যের অভাবে ভুগছেন। সাধারণ মানুষ একজনও অভাবের অভিযোগ করেননি। ধলাই জেলার ছামনুতে আয়োজিত জনতা দরবার শেষে এইভাবেই কাজ ও খাদ্যের অভাবের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, পাহাড়ে কাজ ও খাদ্যের অভাব আছে, এমন একটিও অভিযোগ মেলেনি। তাঁর দাবি, এমনিতেও এমন অভিযোগ আসার কথাও নয়। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, যাঁরা কাজ ও খাদ্যের অভাবের কথা বলছেন, তাঁরা দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ফিরিস্তি গেয়েছেন। কিন্তু, আমি একবারও বলছি না কেন্দ্র বঞ্চনা করছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রের কাছে যা চাইছি, ততটাই পাচ্ছি। তার জন্য কোনো আন্দোলন করতে হচ্ছে না, এমনকি ধর্ণাও দিতে হচ্ছে না। তাঁর আরো দাবি, আগেও ত্রিপুরা কেন্দ্রের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে। তবুও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বলে কার্যত শুধু পার্টি চালানোর জন্য বদনাম করা হয়েছে। মানুষকে তাঁরা বিভ্রান্ত করেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পিছিয়ে পরা ছামনুতেও এমজিএন রেগার কাজ তিন গুন বেশি হয়েছে। সম্প্রতি ত্রিপুরায় রেগায় শ্রমদিবসের পরিমান ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪ কোটি করেছে কেন্দ্র। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, মানুষের ন্যায্য টাকা থেকে কমিশন খেয়েছেন যাঁরা, আজ গোটা ব্যবস্থা অনলাইন হবার ফলে তাঁরাই কাজ ও খাদ্যের অভাবে ভুগছেন এবং গল্প বানাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এমন কোন অভিযোগ মিলেনি, দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি জানান, মানুষ জনতার দরবারে জলের সমস্যা ও রাস্তার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘড় ও কালভার্টের দাবি তুলেছেন। স্ট্রিট লাইট,বাজার শেড ইত্যাদির দাবি তুলেছেন। কয়েকজন স্বাস্থ্যের কথা বলেছেন। এছাড়া বেশিরভাগই দামছড়া, করবুকের মত ছামনুতেও সার্বজনীন সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন। সবার কথা শুনে, অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলির সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছি, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন জনতা দরবার চলাকালীন ত্রিপুরা সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা চাওয়া এক দিব্যাঙ্গকে সরকারি চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করে একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।আজ জনতা দরবারে তাঁর সাথে দেখা করতে যাওয়া কর্ণ বিকাশ চাকমার সমস্যার কথা শুনে এই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার সময়ে শ্রী চাকমা দারিদ্র্যের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়েছিলেন। তখনই তাকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, শনিবার ছামনুতে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীর জনতা দরবার অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। জানা গেছে, এদিন শারীরিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও সবার অভাব-অভিযোগের কথা শুনেছেন। পরে সবার কাছে গিয়েও কথা বলেছেন তিনি। ধন্যরাম কারবারী পাড়া হাই স্কুল মাঠের পাশাপাশি আনাচে কানাচে বহু মানুষ এদিনের সাক্ষী থেকেছেন। তারা বলেছেন এই প্রথম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৫৪ ◘ ১ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ১৫ অগ্রহায়ণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভয়ংকর স্বার্থপরতা

সম্পত্তির লোভ, স্বার্থপরতা কত ভয়ংকর তাহা বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজকে চরম লজ্জায় ফেলিয়া দিতেছে। অর্থ লোভ, সম্পত্তির লোভ যুগ যুগান্তের। পিতাকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া দেশ শাসনের ঘটনাও তো আছে আমাদের এই দেশে। এই আগরতলার ইন্দ্রনগরের জগৎপুর কালীবাড়ী এলাকার বাসিন্দা শান্তিপদ ভট্টাচার্য ধর্মপ্রাণ। তাঁহার নন্দননগর ও জিবি বাজারেও দোকান ভিটি আছে বাড়ীতে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ রহিয়াছে। তাঁহার গুণধর পুত্র পিতার সম্পত্তি হাতাইতে একেবারে আদা জল খাইয়া তৎপর হইয়া উঠেন। পুত্র ও পুত্রবধূ নহেন শান্তিপদের স্ত্রীও ষড়যন্ত্রে সামিল হন। ঘটনা তখনই বিপজ্জনক মোড় নেয় যখন ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ শান্তিপদ সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত নেন। ইন্দ্রনগরের জায়গা স্ত্রী পুত্রকে এবং কি জিবি বাজারের ভিটিও পুত্র দিবার কথা জানান। তিনি যে বাড়িটি বিক্রি করিয়া টাকা পয়সা নিয়া বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে চরম বিপত্তি। গুণধর পুত্রের এই বাড়ীটিও চাই। কিন্তু, এই বৃদ্ধ ...। তিনি এই বাড়ী বিক্রি করিতে বদ্ধ পরিকর। তখনই স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ মিলিয়া ধর্মপ্রাণ সুস্থ সবল বৃদ্ধ শান্তিপদকে নিয়া যাওয়া হয় নরসিংগড়স্থিত মানসিক হাসপাতালে। এই হাসপাতালেলই চাকুরী করেন গুণধর পুত্র সরোজ ভট্টাচার্য্যের শাশুড়ি। পুলিশকে ম্যানেজ করিয়া পুলিশের সাহায্যেই বৃদ্ধকে পাগল সাজাইয়া নিয়া যাওয়া হয় মানসিক হাসপাতালে। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ ক্ষীপ্ত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই অবক্ষয়ের ঘটনা জানান সুদীপ রায় বর্মনকে। তিনি ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং নিজে ছুটিয়া যান নরসিংগড় মানসিক হাসপাতালে। সেখানে গিয়া তিনি নির্যাতীত বৃদ্ধ শান্তিপদকে উদ্ধার করিয়া নিজের গাড়ী করিয়াই নিয়া আসেন। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল লোভ লালসা মানুষকে কত নীচে নামাইয়া দিতে পারে। সামাজিক এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের যে ভূমিকা তাহাকে নিশ্চয় অভিনন্দিত করিতে হয়।

স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সকলেই বৃদ্ধকে পাগল বলিয়া মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করাইবার মতো এতো নিষ্ঠুর ভূমিকা নিতে কেন বাধ্য হইলেন তাহাও নিশ্চয় খতাইয়া দেখিতে হইবে। বৃদ্ধ শান্তিপদ পুত্রকে দোকান ভিটি ও ইন্দনগরে কিছু জমি ভাগ বাটোয়ারা সম্পন্নের পর জগৎপুর কালীবাড়ী সংলগ্ন নিজ বাড়িটি বিক্রি করিয়া টাকা পয়সা নিয়া বৃন্দাবনবাসী হইবার তীব্র বাসনাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিয়া তিনি ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সেখানে বৃদ্ধের এক বোনও বসবাস করিতেছেন। বাড়ি বিক্রির এই তীব্র বাসনাই বৃদ্ধের কপালে দুঃখ নামিয়া আসিল। পরিবারের কেহই বড়ী বিক্রির পক্ষে নহে। পারিবারিক বিবাদ তীব্র হইয়া উঠে। এই বাড়ী বিক্রি আটকাইতে বাড়ীর মালিক বৃদ্ধের উপর পুত্র, পুত্রবধূ এমনকি নিজের সহধর্মীনি পর্যন্ত ক্ষীপ্ত হন এবং পাগল বানাইতে পুলিশের সাহায্যে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে, স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ তো বাড়ী বিক্রিকে মানিয়া না নিরা বাড়ীর মালিককে মানসিক ভারসাম্যহীন ঘোষণা করিতে পারেন? মানসিক হাসপাতালে কি মানসিক রোগী যাচাই না করিয়া ভর্ত্তি করিতে পারেন? বাড়ীর মালিকের বাড়ী বিক্রি করিয়া ফেলিবার পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁহার চাওয়া পাওয়া কি কেউ মূল্য দিতে চাহে নাই। তিনি বৃন্দাবনবাসী হইতেই বদ্ধ পরিকর। তখন পরিবারের অন্য সদস্যরা তাহার সিদ্ধান্তের বিরোধীতাই করেন নাই, কিভাবে তাঁহাকে জব্দ করা যাইতে পারে সেই কৌশলের আশ্রয় নেন। বাড়ী বিক্রিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া মানসিক সুস্থ বৃদ্ধকে তাহার পরিবারের লোক পাগল সাজাইয়া মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করাইবার ঘটনা চরম অমানবিক। বাড়ীর মালিক বাড়ী বিক্রির সিদ্ধান্ত না পাল্টাইলে পাড়া প্রতিবেশীর সাহায্যে সমঝোতার চেষ্টাই করাই যাইত। কিন্তু, পরিবারের লোকরা পাগল সাজাইয়া যাহা করিয়াছে তাহা অমানবিক। বৃদ্ধকে বুঝাইয়া সুজাইয়া সিদ্ধান্ত বদল করা যাইতে পারে। জোর জবরদস্তি জুলুম চালাইয়া বৃদ্ধকে মানসিক চাপ অশান্তির জন্য অভিযুক্তদের শাস্তিই প্রাপ্য। আমাদের সমাজ সংসার দিনে দিনেই কত অমানবিক হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আতংক বাড়িতেছে। জন্মদাতা পিতা ও মাতাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়ার ঘটনা আকছাড় ঘটিতেছে। শুধু ত্রিপুরায় নহে বিভিন্ন রাজ্যে এই অমানবিক ঘটনা হইতেছে। বেশ কিছু দিন আগে বৃদ্ধ পিতাকে বাড়ী হইতে রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়ার ঘটনায় হাইকোর্ট মামলা নিয়া গুণধর পুত্রকে বাধ্য করিয়াছিলেন পিতাকে সম্মানের সঙ্গে যাবতীয় কর্তব্য পালন করিতে হইবে। রাজ্য সরকারের এই অফিসার পুত্রের বিরুদ্ধে আদালতের এই কড়া মনোভব নিশ্চয় সমাজে একটি ভাল বার্তা যাইবে। স্বার্থান্ধ এই পৃথিবীতে বৃদ্ধ মা বাবাকে অনেকেই বোঝ হিসাবে দেখিয়া থাকেন। এই বৃদ্ধরা সমাজে পরিবারে অসহায় ভাবে দিন কাটাইতে বাধ্য হন। বিভিন্ন বৃদ্ধাবাসগুলিতে দিন দিন সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। ইহাতে সমাজের কি চিত্র পাই? জগৎপুর কালীবাড়ী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধ শান্তিপদ বাবুর উপর পরিবারের লোকরা নিগ্রহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতেই হইবে।

শেষাণের নামেই কালঘাম ছুটে নেতাদের

সুখেন্দুশেখর রায়

তিরুনেল্লাই নারায়ণ আইয়ার শেষণ। বিশাল নাম, গোলগাল চেহারা, রাশভারী এক অসামান্য প্রশাসক। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার হওয়ার বহু আগেই তাঁকে নিয়ে একসময় তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল তামিলনাড়ুতে। ১৯৬৫-'৬৭ সালে তিনি ছিলেন মাদুরাই জেলার কালেক্টর। তখন 'হিন্দি হঠাও' আন্দোলনে সারা রাজ্য জ্বলছে। শেষণের নির্দেশে ওই জেলায় আন্দোলনকারীদের পুলিশি ধর-পাকড় চরমে পৌঁছয়। তার বিরুদ্ধে নালিশ যায় মুখ্যমন্ত্রী ভক্তবৎসলমের কাছে। এমনকী, মন্ত্রীরাও অভিযোগ করেন। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেননি। তাই অবাধে চলছে থাকে ধর পাকড়। স্তিমিত হয়ে পড়ে হিংসাত্মক আন্দোলন।

ধীরে ধীরে তিনি উন্নীতি হন তামিলনাড়ুর শিল্প ও কৃষি সচিব পদে। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বন সচিব, সুরক্ষা সচিব, প্রতিরক্ষা সচিব ও অল্প সময়ের জন্য ক্যাবিনেট সচিব হিসাবে কাজ করেন।

এরপরেই নাটকীয় মোড় নেয় তাঁর কর্মজীবন। প্রধানমন্ত্রী রাজীবন গান্ধী শেষণকে ক্যাবিনেট সচিব নিযুক্ত করেন ৯মার্চ, ১৯৮৯)। এরপর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসস হেরে যায়। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি শেষণকে সরিয়ে অধুনালুপ্ত 'যোজনা কমিশন'-এর সদস্য করেন। ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থন তুলে নেওয়ায় বিশ্বনাথের সরকারের পতন ঘটে (৭ নভেম্বর, ১৯৯০)। এবার কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হন চন্দ্রশেখর। ওই বথর ডিসেম্বরে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের দায়িত্বে আসেন টি এন শেষণ। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, রাজীবন গান্ধীর মদতে তিনি এই সাংবিধানিক পদে আসীন হন।

হার্ভার্ড-এর এই প্রাক্তনী প্রশাসনিক বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। কিন্তু নতুন এই পদের সাংবিধানিক গুরুত্ব বিষয়ে প্রথম দিকে ওয়াকিবহাল ছিলেন না ততটা। তাই সংবিধান সভায় এ বিষয়ে ড. আম্বেদকরের বক্তব্য তো বটেই, অন্যান্য সদস্যও নির্বাচন কমিশনকে কীভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন---তার রূপরেখা দ্রুত জেনে নেন। এর পরই ভারত যেন প্রথম টের পেল নির্বাচন কমিশনের অস্তিত্ব।

১৯৯০-'৯৬। এই ছ'বছরে নির্বাচন সদন থেকে বন্যার মতো ধেয়ে আসল নির্দেশিকা। রাজনৈতিক মহলে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠল। কিন্তু শেষণকে রুখবে কে? এমনই এক নির্দেশিকার প্রসঙ্গ তুলে সেই সময় জ্যোতি বসুকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ওসব আমি পড়ি না, হাতে পাওয়া মাত্র বাজে কাগজের ঝুঁড়িতে ফেলে দিই। টি এন শেষণ 'খ্যাপা কুকুরের মতো' আচরণ করছেন এমন একটু মন্তব্য করতেও জ্যোতি বসু দ্বিধা করেননি।

তবু নিজ কর্তব্যে অটল ছিলেন শেষণ। নির্দেশিখা ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কি না, সেদিকে তাঁর কড়া নজর থাকত। প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচের হিসাবপত্র দেখার জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ, প্রচার দেওয়াল লিখন, মন্ত্রীদের গতিবিধিতে যেমন নিয়ন্ত্রণ আনলেন তেমনই চালু করলেন ভোটার পরিচয়পত্র।

ততদিনে সাধারণ মানুষের চোখের মণি হয়ে উঠেছেন শেষণ। তখন বিহারের নির্বাচনে খুবই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত, যদিও 'বৈজ্ঞানিক রিগিং'-এ পশ্চিমবঙ্গ ছিল এক নম্বরে। কিন্তু যাবতীয় আলোচনা বিহার ইউপি নিয়েই সরগরম হত। শেষণ ঘোষণা করলেন, বিহারের নির্বাচন চার দফায় হবে। ১৯৯৫ সালের এই নির্বাচনের প্রথম দফায় যথারীতি হাঙ্গামা হল। একজন ম্যাজিস্ট্রেট সহ দশজন নির্বাচনী হাঙ্গামায় মারা গেলেন। স্থগিত করা হল প্রথম দফায় ভোট। মোতায়েন করা হল ৬৫০ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এমন ব্যবস্থার এখন গাসওয়া ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু ওই প্রথম এমনটি করেছিলেন শেষণ। ক্ষিপ্ত মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ প্রকাশ্যেই বললেন, 'শেষণওয়া কো ভৈঁসিয়া পে চঢ়াকর গঙ্গাজি মে হেলা দেঙ্গে' (শেষণকে মোষের পিঠে চড়িয়ে গঙ্গায় ঠেলে দেবে)। (ভব্যতারসীমা অতিক্রম করার মতোই মন্তব্য।) কিন্তু অনড় শেষণ চার চারবার বিহারে ভোটদান স্থগিত করলেন।

মুখ্যসচিব ডি জি ট্রান্সফারের শুরুও তখন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও রেহাই নেই। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের কাছে চিঠি পাঠালেন, দুই মন্ত্রী—সীতারাম কেশরী আর কল্পনাথ রাইকে বরখাস্ত করতে। কারণ, তাঁরা কর্ণাটক অন্ধ্রের নির্বাচনী প্রচারে প্রকাশ্য জনসভা থেকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আচরণবিধি ভেঙেছেন। ভবিষ্যতে এমন আর করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে যাত্রায় তাঁরা অব্যাহিত পান। শেষণকে চাপে ফেলার জন্য নরসিমা রাও সরকার অতিরিক্ত দু'জন নির্বাচনী কমিসনার নিযুক্ত করল। সঙ্গে সঙ্গে শেষণ ছুটলেন সুপ্রিম কোর্টে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে সরকার কুক্ষিগত করতে চাইছে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারা উল্লেখ করে রায় দিল, সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করেনি। তবে এখন থেকে যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নিতে হবে। তা হলেই বা। শেষণ যে অপ্রতিরোধ্য। ততদিনে জনসমাজে তাঁর ইমেজ যেন হলিউডের ছায়াছবি 'ডার্টি হ্যারি'-র নায়ক ক্যালাহানের মতো হয়ে উঠছে। মুখে যিনি যতই আস্ফালন করুন, শেষণকে ভয় পান না এমন রাজনীতিকের তখন টিকি খুঁজে পাওয়া যেত না।

একটা ঘটনা বলি ১৯৯৬ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়াল কেন্দ্রে বোটে লড়ছেন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। তখনই ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু। শ্রোতাদের দাবি মেনে তিনি জনসভায় বললেন, 'নরসিমা রাওতে যদি ভোটাররা হারাতে পারনে তাহলে নান্দিয়ালকে আলাদা জেলার মর্যাদা দেওয়া হবে'। মঞ্চে হাজির অন্যান্য নেতারা প্রমাদ গুনলেন। একজন চুপি চুপি ভুল ধরিয়ে দেওয়ায় চন্দ্রবাবু ওই কথা পালটে বললেন, 'কেন এসব কথা তো বলা যায় না। কারণ, আচারণবিধি চালু হয়েছে। ভোটের পরেই আপনাদের সমস্যা সমাধানে যা করার তা ভাবর্ব।

কারও কারও মতে টি এন শেষন মাঝে মাঝে তাঁর আচরণে খানিকটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তেন। যেমন, ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভা নির্বাচনের সময়। বামফ্রন্ট প্রার্থীরা ছাড়াও কংগ্রেস প্রার্থী প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রতিদ্বিন্দ্বিতা করছেন। রাজ্যসভার ভোটে নাকি অনিয়ম হয়েছে বলে গোপনে শেষণের কাছে কোনও মহল থেকে অভিয়োগ করা হল। অথচ, ভোট নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে। শেষণ ফল ঘোষণা স্থগিত করে দিলেন। এমন কাণ্ড এ রাজ্যে কখনও ঘটেনি। নিরুপায় প্রণবাবু কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন। আদালত তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ফল ঘোষণার নির্দেশ দেওয়ায় প্রবণবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

১৯৯৬ সালে ওই পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে থেকেই শেষণ নাকি কংগ্রেসবিরোধী একাধিক দলের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ শুরু করেন। কয়েক মাস পরেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। তিনি প্রার্থী হতে চান। শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালেন নির্দল প্রার্থী---টি এন শেষণ। কিন্তু শিবসেনা ছাড়া কোনও দলেই পাশে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নেয়নি। ফলে তিনি পেলেন মাত্র ২৪০টি ভোট, আর কংগ্রেস প্রার্থী কে আর নারায়ণ ৪,২৩১টি ভোট। রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর যাওয়া হল না ১৯৯৮ সালে সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরে টি এন শেষণ যোগ দিলেন কংগ্রেসে। ওই বছরই অন্তবর্তী লোকসভা নির্বাচন হয়। আমি তখন কংগ্রেস দলে। প্রচার কমিটির দায়িত্বে থাকার সুবাদে দেখা হয়ে গেল কংগ্রেস নেতা টি এন শেষণের সঙ্গে। তিনি এসেছিলেন কলকাতায় দলের প্রার্থীদের জন্য প্রচার করতে। বিমানবন্দরে নেমে কাছে একটি জনসভায় ভাষণ দিয়ে হোটেলে আসবেন। আমি তাঁকে আমার এলাকায় নিয়ে যাব। তারপর উনি যাবেন বেহালায় শোভন চট্টোপাধ্যায়ের (প্রাক্তন মেয়র) পাড়ায়। যথাসময়ে আমি ও শোভন হোটেলে পৌঁছে দেখি, তিনি রুম ছেড়ে করিঢরে পায়চারি করছেন। আমি পরিচয় দেওয়ামাত্র একেবারে ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, 'তোমার মতো লোকের হাতে আমার দখভালেরর দায়িত্ব দিয়ে নেতৃত্ব ঠিক করেনি। আমি সোনিয়াকে জানাব। এয়ারপোর্টে জনসভার মঞ্চে ওঠার আগে আমাকে বলা হল নেতাজির মূর্তির মালা দিতে হবে। কেন? আমার কর্মসূচিতে তো তা লেখা ছিল না। ঘরে ঢোকা ইস্তক চাদে কারা হাতুড়ি পিঠছে। আমি যতই যা ব্যাখ্যা দিই না কেন তিনি একেবারে রেগে কাঁই। বললেন, আমাকে হয়রানি দেওয়ার জন্য তোমাকে আমি পুলিশে দেব।

আমি খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম, আমাকে পুলিশে দিন। কিন্তু বেহালার জনসভায় অন্তত যান। আমার এলাকায় না গেলেও চলবে। শোভন ফিসফিস করে আমাকে বলল, দাদা। তুমি এলাকায় ফিরে গিয়ে মিটিং সামলাও। আমি দেখি ওঁক রাজি করাতে পারি কি না। পরে জেনেছিলাম, শেষণ গিয়েছিলেন শোভনের সঙ্গে বহালার মিটিংয়ে। লোকজনও হয়েছিল প্রচুর । কীভাবে তাঁকে ম্যানেজ করেছিল তা শোভনই জানে। তবে আমাকে জেলযাত্রা করতে হয়নি। কারণ, পরের দিন ভোরের বিমানে শেষণ দিল্লি যাত্রা করেন।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

নেদারল্যান্ডে ছুরি-হামলায় জখম ৩ জন, আততায়ীর খোঁজে পুলিশ

দ্য হেগ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): নেদারল্যান্ডের দ্য হেগ শহরে ছুরি-হামলায় গুরুতর জখম হলেন ৩ জনঊ স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সন্ধ্যায় দ্য হেগ শহরের জনবহুল গ্রোতে মার্কট্রাট শপিং স্ট্রিটে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় একজন সন্দেহভাজন আততায়ীঊ কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুরির কোপে ৩ জনকে জখম করে পালিয়ে যায় ওই আততায়ীঊ ছুরি-হামলার পরই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় শপিং স্ট্রিটেঊ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশঊ ৩ জনকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ ওই আততায়ীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশঊ ইমা এভার্স নামে একজন মহিলা মায়ের সঙ্গে মার্কেটিং করতে গিয়েছিলেনঊ হামলার পরই পথচারীরা ছোটাছুটি শুরু করলে মাকে হারিয়ে ফেলেন ইমাঊ ইমা জানিয়েছেন, 'ৰুঝতে পেরেছিলাম কিছু একটা হয়েছেঊ ভয়ে আমিও দৌড়তে শুরু করি, প্রথমে খুঁজে না পেলেও পরে মাকে খুঁজে পাইঊ' পুলিশ জানিয়েছে, ওই আততায়ীর খোঁজে তল্লাশি চলছেঊ সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে

মটেলিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল যাত্রীবাহী ছোটো গাড়ি, আহত ১৮

মেটেলি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি বাজার সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল যাত্রীবাহী ছোটো গাড়ি। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত হয়েছেন ২ শিশু ও ১০ জন মহিলা সহ ১৮ জন। দুর্ঘটনায় আহতরা প্রত্যেকেই চালসা বাগানের বাসিন্দা। আহতদের চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিন যাত্রীবাহী ছোটো গাড়িটি চালসা বাগান থেকে মেটেলি বাজারের দিকে যাচ্ছিল। মেটেলি বাজার সংলগ্ন চালসা বাগানের রাস্তায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। গাড়িটিকে উদ্ধার করা করেছে। তবে চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত চলছে।

যথার্থ বামপন্থা বিস্মৃত ক্ষিতি গোস্বামী

গৌতম রায়

শরীরবৃত্তীয় কারণে একজন নশ্বর মানুষের রক্তমাংসের শরীর একদিন শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর সাম্রাজ্যে শূন্যতাকে অতিক্রম করে থেকে যায় স্মৃতি। সেই স্মৃতিও একদিন কালের অতল গর্ভে হারিয়ে যায়। তখন থেকে যায় কার্তি , যা চিরকালীন। যা অবিনশ্বর। যা চিরভাস্বর। তখনই যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অমৃতময় লোকের নিঃশব্দ পদচারণায় মৃত্যু, হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে কাছে এনে দেয়। অন্ধকারে তখন জ্বলতে থাকে সময়ের দীপালোকে শূন্যতার অসীম রিক্ততা। সেই পরিবেশই প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে হারিয়ে যাওয়া মানুষটির অক্ষয় কীর্তির ভেতর দিয়ে।

জীবনের যে ডাক ছিল, উপলব্ধির জায়গা ছিল---সেই উপলব্ধির ভেতর থেকেই শোকের প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে, মৃত্যুর অতুল সাম্রাজ্য ভেদ করে আমাদের উপলব্ধিতে আসে, হারিয়ে যাওয়া মানেই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। অগ্রজ অজিত কুমার চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর, ব্যথাতুর চিত্তে অসমের গৌরীপুর থেকে সদ্য যুবক অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠির উত্তরে, শূন্যতারঅসীম গহ্বরকে অতিক্রম করে, পূর্ণতায় উপনীত হওয়ার যে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের লেখনি থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, ক্ষিতি গোস্বামী হঠাৎ করে চলে যাওয়ার পর, সেই কথাগুলিই হয়ত আমাদের শোকের দারুণ দগ্ধতাকে অতিক্রম করে, মৃত্যুর শীতল স্পর্শে, রিক্ততাকে জয় করবার শক্তি জোগাবে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লববাদী ধারার অন্যতম ভারতেরজাতীয় আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবীবাদী ধারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এই ধারার বিভিন্ন উপধারা ছিল, প্রমুখ ইতিহাসখ্যাত নেতৃত্বদের। সশস্ত্র বিপ্লববাদ এবং জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থী ধারা সমন্বয়ের এক মূর্ত প্রতীক হিসেবে জ্যোতি বসু কেবলমাত্র ভারতবর্ষে —এই সময়ে দাঁড়িয়ে নবযৌবনকে তার অধিকারবোধে সচেতন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের বামপন্থী নেতা-কর্মী-সমর্থকরা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তারই

ধারক, বাহক অনুশীলন সমিতির ঐতিহাসিক চেতনা, সেই চেতনা ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। বামপন্থী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা, কমিউনিস্টদের সমাজ বদলের স্বপ্ন, দিনবদলের স্বপ্ন, মানুষের রুটি-রুজির দাবিকেই স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম এবং প্রধান উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করবার যে লড়াই, এই সব কিছু সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে, স্রোতের নানা ধরনের প্রবাহ ছিল। সেইসব কালস্রোতের ভেতর দিয়েই ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন পেয়েছিল মুজফ্ফর আহমেদ, আবদুল হালিম, সুধাংশু দাশগুপ্ত, মোহিত মৈত্র, সৈয়দ শহিদুল্লাহ, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ, সতীশ পাকড়শী, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, কল্পনা দত্ত যোশী, গণেশ ঘোষ, ত্রিদিব চৌধুরী, ননী ভট্টাচার্য,মাখন পাল, গীতা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, পি সুন্দারাইয়া, ই এম এস নাম্বুদিরিবাদ নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার প্রসারে এক নক্ষত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

এই ভাবধারার সার্বিক সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে দেশভাগের অব্যবহতি পরেই, অক্ষয়ের সেই বয়াবহ কালপর্বে, ছিন্নমূল মানুষদের দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা, ভয়াবহ খাদ্য সংকট, বস্ত্র সংকট, চিকিৎসা সংকট, চরম বেকারি, সাম্প্রদায়িক হানাহানি অবিশ্বাস সার্বিকভাবে একটা মানবতার সংকট অন্যতম শেষ প্রতিনিধি ছিলেন সদ্যপ্রযাত ক্ষিতি গোস্বামী।

গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে জাতীয় আন্দোলনের সময়কালে কোচবিহারের দেশীয় রাজার সামন্ত্রতান্ত্রিক শাসন তথা শোষণেণ জেরে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তাতে সাধারণ মানুষ, তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকারেরদাবিটি পর্যন্ত জোর গলায়, বলবার মতো সাহস সবসময় অবলম্বন করতে পারতেন না। জাতীয় আন্দোলনের সময়কালে উত্তরবঙ্গের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যে অঞ্চলটি এখন খানিকটা রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অন্তর্গত, সেইসব রংপুর ইত্যাদি জেলাতেও কোচবিহার রাজ্যের সেই সামন্ত্রতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাকে ব্যবহার করে মানুষ যাতে অধিকার সচেতন না হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য সবরকমভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

আঁধিয়ার লড়াই, তেভাগার লড়াই, হাজং বিদ্রোহ—এই মস্ত কিছুকে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভেস্তে দিতে আত্মনিয়োগ করেছিল দেশীয় সামন্ত্রতন্ত্র আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একযোগে, এইসব বিদ্রোহের জেরে বামপন্থী আন্দোলনের যে চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটেছে গোটা উত্তরপঙ্গ জুড়ে তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে কোচবিহারের রাজার সামন্ত্রতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে সার্বিকভাবে ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। কোচবিহার আজ তাঁর সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোতে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, কেলাধুলোর উন্নয়ন খেলার মাঠে রাজার নিজের চলে যাওয়া,সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে মহারাজের ফুটবল খেলতে নেমে পড়া, ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়া---এইসবের ভেতর দিয়ে একটা আলংকারিক নৈকট্যের পরিবেশ তৈরি করে, সাধারণ মানুষকে অদিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিমুখ রাখা, ভূলিয়ে রাখা, সচেতন হতে না দেওয়ার কাজটি খুব জোরদারভাবে করা হত।

চলবে (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

উত্তীর্ণের হার নয়, গুণগত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার, বি.সভায় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ

গুয়াহাটি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের কোনও ছাত্রছাত্রী যাতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং তারা যাতে গুণগত শিক্ষা লাভ করে তার প্রতি তাঁর দফতর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। চা বাগান বা চর অঞ্চল এবং রাজ্যের অন্যান্য এলাকার ছাত্রছাত্রীরা যাতে শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে তার জন্যও রাজ্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। শনিবার অসম বিধানসভার তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সদনকে জানান শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। শিক্ষা বিভাগের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে ৩৭,০৫০.২৩ লক্ষ টাকার পরিপূরক দাবি মঞ্জুরি কর্তন প্রস্তাবের উত্তর দিচ্ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত করতে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত কাজ এখনও অনেক করার আছে। তিনি বলেন, একটি বিদ্যালয় প্রাদেশীকরণ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। এ-ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের উপকৃত করার পাশাপাশি শিক্ষকদের সমস্যাবলিরও সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত দাবি মঞ্জুরির মাধ্যমে ৫,২৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রাদেশিকীকরণের লক্ষ্য নেওযা হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, এর জন্য যে-সব শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা হবে তাঁদের বেতনের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করার কথা ভাবা হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে মন্ত্রী ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যে ৪৭,৭১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়া ১,১৬,৪৭৩ জন নিয়মিত এবং ৪১,৫৩৪ জন চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক রয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে।

এদিকে একক শিক্ষক পরিচালিত বিদ্যালয় সমস্যা এবং কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে বেশি শিক্ষকের প্রসঙ্গ তুলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার অধিকার অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষকের আনুপাতিক সামঞ্জস্য রাখার জন্যই বিদ্যালয় শামিলকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,৮৮৫টি প্রাথমিক এবং ১,২৬৭টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শামিলকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক স্তর থেকে নয়টি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় দুই কোটি পাঠ্যবই সরকার সরবরাহ করা হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তবে এ-ব্যাপারে আদালতে কয়েকটি মামলা বিচারাধীন বলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিলি-সহ আরও নানা ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখিন হচ্ছেন বলে খেদ ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

অন্যদিকে শিক্ষক বদলি সম্পর্কেও উষ্মা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। বলেন, শিক্ষক বদলি, বিশেষ করে টেট শিক্ষকরা নিয়োগের সময় স্বইচ্ছাই জেলা বাছাই করেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে পরবর্তীতে তাঁদের বেশিরভাগই গৃহজেলায় বদলি চেয়ে বিভাগীয় মন্ত্রক তথা দফতরে এসে হত্যে দিতে থাকেন। এই প্রবণতা সাম্প্রতিককালে বেজায় বেড়েছে বলে আক্ষেপ করেন তিনি। বলেন, এর ফলে ছাত্রছাত্রীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা।

রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এ ব্যাপারে আদালতে মামলা চলছিল। তাই মাদ্রাসায় এতদিন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেনি সরকার। তবে মামলায় সরকার জয়ী হওয়ায় মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে। শীঘ্রই মাদ্রাসা-টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ভট্টাচার্য। এছাড়া সাধারণ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াও শীঘ্রই শুরু হবে বলে সদনকে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

উল্লেখ্য, আজকের এই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের অর্থ আবণ্টন কর্তন প্রস্তাবে এআইইউডিএফ-এর বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, বিজেপি-র গুরুজ্যোতি দাস, কংগ্রেসের কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, অগপ-র পবিন্দ্র ডেকা, বিপিএফ-এর ইমানুয়েল মুশাহারি, কংগ্রেসের দুর্গা ভূমিজ, বিজেপি-র সঞ্জয় কিষাণ, গণশক্তি দলের ভূবন পেগু, বিজেপি-র রাজেন বরঠাকুর, কংগ্রেসের নুরুল হুদা, এআইইউডিএফ-এর আমিনুল ইসলাম এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা অগপ বিধায়ক প্রফুল্লকুমার মহন্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন। চর্চার সময় বিধায়করা একক শিক্ষক পরিচালিত বিদ্যালয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান, শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত করার পাশাপাশি সরকারি বিদ্যালয়গুলোর প্রতি পুনরায় আস্থা ফিরিয়ে আনার ওপর গুরত্ব আরোপ করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্ত শিক্ষা বিভাগে আবণ্টিত অর্থের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা দিয়েছেন। পাশাপাশি ভেঞ্চার শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সমস্যাবলি সমাধান এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

হায়দরাবাদের ঘটনায় দিল্লি পুলিশকে নোটিশ দিল্লি মহিলা কমিশনের

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদের ঘটনায় দিল্লিতে প্রতিবাদ দেখিয়ে অভিযোগ, পুলিশি নিগ্রহেরও শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ দিল্লির সংসদ ভবনের বাইরের রাস্তায় ধরনায় বসা অনু দুবে নামে এক তরুণীকে। ওই ঘটনায় দিল্লি পুলিশের কাছে নোটিস পাঠিয়েছে দিল্লি মহিলা কমিশন। ওই ঘটনার জেরে দিল্লির তিন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

হায়দরাবাদের শামশাবাদে মহিলা পশুচিকিতককে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় উত্তাল তেলেঙ্গানা সহ সারা দেশ উ ঘটনার আঁচ পরেছে রাজধানী দিল্লিতেও উ এই ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লির সংসদ ভবনের বাইরের রাস্তায় ধরনায় বসেন এক তরুণী। যদিও কিছু ক্ষণ পরেই পুলিশ তাঁকে গাড়িতে চাপিয়ে তুলে নিয়ে যায় উ অভিযোগ, পুলিশি নিগ্রহেরও শিকার হতে হয়েছে অনু ডুবে নামে ওই তরুণীকে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে দিল্লি মহিলা কমিশন। চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়ালের অভিযোগ, "মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশের হাতে মারধরও খেতে হয়েছে অনুকে।" কেন অনুর সঙ্গে এমন আচরণ করা হল, তা নিয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে নোটিসও পাঠিয়েছে দিল্লি মহিলা কমিশন। ওই ঘটনার জেরে অবশ্য পরে তিন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিন সংসদ ভবনের দুই ও তিন নম্বর গেটের সামনে ফুটপাতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে পড়েন অনু। তাঁর হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'কেন আমার দেশ ভারতে আমি নিরাপদ নই?' তবে নিরাপত্তারক্ষীরা অনুকে বেশি ক্ষণ সেখানে বসে থাকতে দেননি। নিরাপত্তারক্ষীরা অনুকে যন্তর মন্তরে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে বলেন। অনু নারাজ হলে, তাঁকে গাড়িতে চাপিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনে। বেশ কিছু ক্ষণ পর অনুর বক্তব্য শুনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অনু পরে সংবাদমাধ্যমকে জানান, তিনি সরকারি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, "হায়দরাবাদের ওই ভয়ঙ্কর ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন এক কলেজ-ছাত্রী। তাঁকে আটকে রেখে মারধর করল পুলিশ। আমি থানায় গিয়ে অনুর সঙ্গে দেখা করেছি। দেখেছি, ও ভয়ে কাঁপছে। প্রতিবাদ করতে গেলেই এই পরিণতি হবে সকলের?"

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার তেলঙ্গানার ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি কালভার্টের নীচ থেকে ওই তরুণী চিকিতকের আধপোড়া দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কল্লরু গ্রামের একটি পশু হাসপাতালে কাজ করতেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শামশাবাদ টোল প্লাজার কাছে নিজের স্কুটারটি পার্ক করে একটি ভাড়ার ট্যাক্সি নিয়ে গোচিবাওলিতে এক চর্ম চিকিতকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন স্কুটারের পিছনের চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছে। রাত তখন ৯টা বেজে গিয়েছিল।

ছয়ের পাতায়

১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি বন্ধে শীঘ্রই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক নবান্নে

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি বন্ধে পুলিশ কী ব্যবস্থা নিল, অবিলম্বে তার বিশদ তলব করল নবান্ন। সূত্রের খবর, শীঘ্রই এ নিয়ে মুখ্যসচিব রাজীব সিনহার নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসবে নবান্নে। তাতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, নগরোন্নয়ন দফতর, পরিবহণ দফতর, পরিবেশ দফতর প্রভৃতির আধিকারিকদের থাকার কথা।

আগামী ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় পরিবেশ আদালত (এনজিটি)-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তথ্য দাখিল করে বলতে হবে পুরনো গাড়ি বন্ধে রাজ্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে? কতজনকে শাস্তি দিয়েছে? মূলত এই কারণেই এ ব্যাপারে বিশদ তথ্য চায় নবান্ন।

প্রায় দেড় যুগ আগে ১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি চলাচল বন্ধ করা হয়েছিল কলকাতায়। সরকারি হিসেবে মহানগরীতে এখন ১৫ বছরের পুরনো গাড়ির সংখ্যা তিন লক্ষের বেশি। তাই আবার ওই ধরণের বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পরিবহণ দফতর। প্রথম দফায় ১০ হাজার গাড়ির মালিকদের নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সেই সব বাণিজ্যিক গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে দফতর সূত্রের খবর। পরিবহণকর্তারা জানাচ্ছেন, ২০০২ সালে ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি চলাচল বাতিলের কর্মসূচি চলাকালে কিছু গাড়ি তুলে নেওয়া হয় এবং বেশ কিছু গাড়ি কলকাতার বাইরে বা ভিন্ রাজ্যে চলে যায়। পরিবহণ দফতরের নথিতে সেই সব গাড়ির হিসেব নেই। এখন নতুন করে পুরনো গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ২০০২-এর গাড়িও কাগজে-কলমে পরিবহণ দফতরের খাতায় নথিভুক্ত রয়েছে। এক পরিবহণকর্তা জানান, সেই সব পুরনো গাড়ি হাজির করতে বলা হয়েছে।

সরকার হঠাৎ নড়ে বসল কেন? পরিবহণ দফতরের খবর, কলকাতায় ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই আদেশের ভিত্তিতে একটি নির্দেশ রয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালতেরও। ২০১৮-য় পরিবহণ দফতর এই বিষয়ে একটি আদেশনামা জারি করেছিল। কিন্তু তাতে তেমন কাজ হয়নি। ইদানীং পরিবেশ আদালতে বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছে। কেন্দ্রও কলকাতার দূষণ কমাতে পুরনো গাড়ি বাতিল করতে বলেছে। দূষণের নিরিখে বিপজ্জনক সি-৪০ শহরগুলির মধ্যে আছে কলকাতা। ফলে পুরনো গাড়ি বাতিল করা ছাড়া উপায় নেই।

সিয়াচেন হিমবাহ সেক্টরে তুষার ধসে শহিদ দুই জওয়ান

শ্রীনগর, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : সিয়াচেন হিমবাহ সেক্টরে টহলরত ভারতীয় দুই সেনা জওয়ান তুষার ধসে শহিদ হয়েছেন বলে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। শহিদ জওয়ানের নাম নায়েব সুবেদার সেওয়াং ইয়েলসং ও রাইফেলম্যান পদ্মা নোরগাইস। ভারতীয় সেনার মুখপাত্র রাজেশ কালিয়া এদিন জানান, শনিবার ভোর রাতে লাদখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দক্ষিণ সিয়াচেন হিমবাহ সেক্টরে প্রায় ১৮ হাজার ফুট উচ্চতায় একটি টহল দলকে অভিযান চালানোর সময় তুষার ধসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই সেনা শহিদ হয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, 'টহলরতকে উদ্ধার করতে একটি উদ্ধারকারী দল (এআরটি) ততণাতছুটে গিয়ে তাদের খুঁজে বের করে আনতে সক্ষম হয়। তাদের সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারগুলিকে হিমবাহ থেকে সরিয়ে আনা হলেও তাদের মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, গত দু''সপ্তাহে সিয়াচেনে এটি দ্বিতীয় তুষারপাত। গত ১৮ নভেম্বর সিয়াচেন হিমবাহের উত্তরাঞ্চলে একটি তুষারপাতের ঘটনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর চার সদস্য এবং দুই মালবাহক মারা গিয়েছিলেন। কারাকোরাম পরিসরে প্রায় ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই হিমবাহটি বিশ্বের সর্বোচ্চ সামরিকীকরণ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত, যেখানে সৈন্যদের ঠান্ডা এবং তীব্র হওয়ার সঙ্গ লড়াই করতে হয়।

ইয়াবা পাচারের অভিযোগে ধৃত পাঁচ পুলিশকর্মী বরখাস্ত

ঢাকা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশে ইয়াবা পাচারের অভিযোগে ধৃত পাঁচ পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া এই ঘটনা জড়িত তাদের দুই সোর্সকেও গ্রেফতার করে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। এর আগে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহম্মদ শামসুল আলমের আদালতে হাজির করা হয় অভিযুক্তদের। বিচারক তাদের দুদিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতদের জেরা করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সূত্রে জানা গিয়েছে, বরখাস্ত হওয়া পুলিশকর্মীরা হল মির্জাপুর উপজেলার বাঁশতৈল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই রিয়াজুল ইসলাম, কনস্টেবল গোপাল সাহা, রাসেদুল ইসলাম, আবদুল হালিম ও তোজাম্মেল হক। আর তাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া দুই সোর্স হল আল আমীন ও হাসান। এরমধ্যে আবদুল হালিম, তোজাম্মেল হক ও আল আমীন পলাতক। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বাঁশতৈল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই রিয়াজুল ইসলাম, কনস্টেবল গোপাল সাহা, রাসেদুল ইসলাম ও সোর্স হাসান হতিয়া রাজাবাড়ি গালর্স স্কুল বাজারে গিয়ে ফরহাদ মিঞার ছেলে বজলুর রশিদকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করে। বিষয়টি জানতে পেরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে স্থানীয় জনতা।

তারপর তিন পুলিশকর্মী ও দুই সোর্স আটক করে গণধোলাই দেয়। গন্ডগোলের ফাঁকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় আবদুল হালিম, তোজাম্মেল হক এবং আল আমীন।

হায়দরাবাদের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : সমাজ আজ এমন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে যে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হায়দরাবাদের তরুণী পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুন করার ঘটনায় এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়উ টুইটারে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, সমাজ এবং মানুষ দিন দিন ধরে নোংরা হয়ে যাচ্ছে। সব রকম বোধ, বুদ্ধি বিলুপ্তপ্রায়। দয়া করে এসব বন্ধ হোক। এরা সবাই উপযুক্ত শাস্তি পাক। সব নির্ভয়রা শান্তি পাক একটু। প্রসেনজিৎ এর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন সকলেই। সকলে এক হয়ে পথে নামার অনুরোধ জানিয়েছেন অভিনেতা। এই পাশবিক অত্যাচার বন্ধ হোক, বার বার এই আর্জিই জানিয়েছেন তিনি।

প্রথম দফায় ৬৪.৪৪ শতাংশ ভোট পড়ল ঝাড়খন্ডে

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদ দিলে ঝাড়খন্ডে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ বলে জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। প্রথম দফায় ভোট পড়েছে ৬৪.৪৪ শতাংশ। ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৬৩.২৯। প্রথম দফায় সব থেকে বেশি ভোট পড়েছে লোহারদাগায়। সেখানে ভোট পড়েছে ৭১.৪৭ শতাংশ। সব থেকে কম ভোট পড়েছে ৫৬.৫৯ শতাংশ।

দুপুর তিনটে পর্যন্ত চতরায় ৫৬.৫৯ শতাংশ, গুমলা ৬৭.৩০ শতাংশ, বিষণপুর ৬৯.০৪ শতাংশ, লোহারদাগা ৭১.৪৭ শতাংশ, মানিকা ৬২.৬৬ শতাংশ, লাতেহার ৬৭.২ শতাংশ, পাঙ্কি ৬৪.১ শতাংশ, ডালটনগঞ্জ ৬৩.৯ শতাংশ, বিশ্রামপুর ৬১.৬ শতাংশ, ছাত্তারপুর ৬২.৩ শতাংশ, হুসেনাবাদ ৬০.৯ শতাংশ, ঘারওয়া ৬৬.০৪ শতাংশ, ভবনাথপুর ৬৭.৩৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। প্রথম দফায় ভাগ্য নির্ধারণ হবে ঝাড়খন্ড প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ড় রামেশ্বর ওরাও, বিজেপি সুখদেও ভগত, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রামচন্দ্র চন্দ্রবংশী, রাঁধা কৃষ্ণা কিশোর, কুশওয়া শিবপুজন, ভানু প্রতাপ শাহি। প্রথম দফায় ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। হুসেনাবাদে নির্দল প্রার্থী বিনোদ সিংকে সমর্থন করছে বিজেপি। অন্যদিকে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা লড়ছে চার, কংগ্রেস ছয় এবং আরজেডি তিনটে আসনে। উল্লেখ করা যেতে পারে এই তিনদল বিজেপির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে লড়ছে। ১৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাওবাদী প্রভাবিত কেন্দ্রগুলি হল লাতেহার, লোহারদাগা, চতরা, গুমলা, মানিকা, পাঙ্কি, ডালটনগঞ্জ।

উল্লেখ করা যেতে পারে ডাল্টনগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কে এন ত্রিপাঠি পিস্তল বের করে বুথের সামনে ঘুরলেন বলে অভিযোগ। যদিও তাঁর দাবি, হামলায় নিজের রক্ষা করেছি। এই ঘটনার তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এর আগে বুথে ঢুকতে গেলে ত্রিপাঠিকে বাধা দেয় কয়েকজন। অভিযোগ তারা বিজেপি কর্মী। তখন রক্ষীরা বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে যান।

তারপরে নিজেই পিস্তল বের করেন প্রাক্তন মন্ত্রী কে এন ত্রিপাঠি। তাঁকে ঘিরে রাখেন রক্ষীরা। শনিবার সকাল থেকে মাওবাদী হামলা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ডাল্টনগঞ্জের কিছু এলাকায়।

এদিন রাজ্যের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার বিনয় কুমার চৌবে জানিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলার অবনতির বড় কোনও খবড়র নেই। আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রার্থীদের মধ্যে বচসা হয়েছে। মোট ৪৮৯২ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৪০৬২ স্পর্শকাতর বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

শনিবার শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

নিজের পকেট ভরা ছাড়া আর কিছু করেনি ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, দাবি মীনাক্ষীর

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : নিজের পকেট ভর্তি করা ছাড়া আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতারা কিছুই করেনি বলে দাবি করেছেন বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষী লেখি।

শনিবার রাঁচির দলীয় কার্যালয়ে বসে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো হেমন্ত সোরেনকে কটাক্ষ করে মীনাক্ষী লেখি বলেন, সম্প্রতি হেমন্ত সোরেন দাবি করেছিলেন যে যারা আদিবাসী নন, তাদের ভোট তার দরকার নেই। হেমন্ত সোরেন কথাটা এমন ভাবে বলেছেন যে তিনি আদিবাসী উন্নয়নের জন্য কত কি করেছেন। কিন্তু বাস্তবটা হল নিজের পকেট ভর্তি করা ছাড়া আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য ঝাড়খন্ড মুক্তির মোর্চার নেতারা কিছুই করেনি। হেমন্ত সোরেন আদিবাসীদের চাকরি দেয়নি, শৌচাগার গড়ে দেয়নি। এমনকি বাড়িও তৈরি করে দেয়নি। উল্টে বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত যোজনার থেকে উপকৃত হয়েছে রাজ্যবাসীর। বিজেপি যে আদিবাসীদের ভোট পাবে সেই বিষয়ে আশাবাদী তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে মীনাক্ষী লেখি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ৩০ লক্ষ পরিবারের বাড়িতে বিদ্যুত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বাড়িতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকার ফলে তা সম্ভব হয়েছে।

হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধারা বজায় রেখে মীনাক্ষী লেখি জানিয়েছেন, ভূমিপুত্র হওয়া সত্বেও রাজ্য পিএসসি থেকে আঞ্চলিক ভাষা তুলে দিয়েছিলেন। বিজেপি সরকার এসে তা কার্যকর করেছে। ডালটনগঞ্জের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে কংগ্রেস প্রার্থী কে এন ত্রিপাঠি হাতে বন্দুক প্রদর্শনের নিন্দা করে মীনাক্ষী লেখি দাবি করেছেন যে এটাই কংগ্রেসের প্রকৃত স্বরূপ। এই ঘটনা সেই পুরনো দিনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। যখন বন্দুক দেখিয়ে ভোট লুঠ করা হতো। যে কোনও উপায় ক্ষমতায় আসার জন্য ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে অস্বাভাবিক জোট বেঁধেছে কংগ্রেস।

হায়দরাবদ জুড়ে বিজেপি মহিলা মোর্চার মৌনমিছিল

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : তেলেঙ্গানায় মহিলা পশুচিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যার প্রতিবাদে শনিবার হায়দরাবাদে মৌনমিছিল বিজেপির মহিলার মোর্চার। মুখ কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল মহিলার মোর্চার কর্মীরা এই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

এদিনের কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছিল দীক্ষা। বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি অকুলা বিজয়া জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানায় এক শতাংশও নিরাপদ নয় মহিলারা। রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদাসীন রাজ্য সরকার। বিজেপি মুখপাত্র রামচন্দ্র রাও জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানায় একইদিনে ধর্ষণ করে হত্যার দুইটি ঘটনা বড়ই দুর্ভাগ্যের। আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের যে গ্রেফতার করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে তেলেঙ্গানার রঙ্গা রেড্ডি জেলার স্বাদনগরের উপকণ্ঠে এক মহিলা পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়। যার জেরে গোটা দেশে বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

জাপানের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ভারত সফরে আসা জাপানের বিদেশমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কৌশলগত সহযোগিতা, সুরক্ষা এবং প্রতিরক্ষাগত বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিতসু মোতেজি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী তারো কোনোর ২+২ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে ভারত সফরে এসেছেন। তাঁর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন এই দুই মন্ত্রী। বিদেশমন্ত্রকের তরফ জানানো হয়েছে, 'ত্রয়োদশ ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। সেই লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করবে দুই দেশের মধ্যে ২+২ বৈঠক বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।' জাপানের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে মুখোমুখি ২+২ বৈঠকে বসবেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। স্থানীয় এবং গোটা বিশ্বের জন্য ভারত-জাপান সম্পর্ক আরও বেশি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হওয়া উচিত বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি ভারত সফর আসা দুই মন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

আফগানিস্তান: হেলমন্ডে সেনা বাহিনীকে লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ

কাবুল, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : আফগানিস্তানের হেলমন্ডের কাছে মারজাহা জেলায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আফগান সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহিরগুল মুকবিলের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের মুখপাত্র ওমর জাক শনিবার সকালে এই বিস্ফোরণে কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনায় আফগান সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর তিনজনের মৃত্যু এবং একজন স্থানীয় সাংবাদিক জখম হয়েছেন। ঘটনার সময় আফগান সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মারজাহা জেলায় সেনা অভিযানে যাচ্ছিল। কাবুলের স্থানীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক শামশাদ টিভির ট্যুইট করে জানায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে স্থানীয় যোদ্ধাদের অবদান অপরিসীম : উপ-রাষ্ট্রপতি

হরিদ্বার, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্থানীয় যোদ্ধাদের অবদান অপরিসীম। সেই সকল বীর সন্তানদের জীবন ও সংগ্রাম গবেষণার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করা উচিত বলে জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।

শনিবার হরিদ্বারের কুঞ্জা বাহাদূর গ্রামে এক অনুষ্ঠানে শহিদ রাজা বিজয় সিং এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন ও সংগ্রাম গবেষণার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এমনকি স্কুলের পাঠ্যসূচীতেও তা অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্চনীয়। আরও বেশি মানুষের কাছে সেই ইতিহাস তুলে ধরার জন্য আঞ্চলিক ভাষায় সেই সেই সব ইতিবাসের বই লেখা প্রয়োজন।

এদিন নিজের বক্তব্যে উপ-রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা সংগ্রামী কুঞ্জা বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো রাজা বিজয় সিং ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে ১৮২৪ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিজয় সিং।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

শ্বাস নেবেন যেভাবে

মাইন্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভারত হালকা,ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে । পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিচ্ছেদ্য শারীরিক ক্রিয়া হিসেবে ব্রিথিং বা শ্বাসক্রিয়ার ওপর ফোকাস করছে। অন্যদিকে পূর্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একে শরীর ও আত্মার পুষ্টি হিসেবে অভিহিত করছে। চিনারা বিশ্বাস করে যে মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভার হালকা, ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন— মনোযোগের উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচকতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আলেক্স ট্যান ব্রেথওয়ার্কের জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মাংসপেশি শিথিল করুণ ঃ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ান বা বসুন, গলাকে দীর্ঘায়িত করুন এবং মাথা তালুকে আকাশ বরাবর রাখুন। মার্স বা মাংসপেশিকে পুরোপুরি শিথিল করুন, প্রয়োজনে প্রতিটি মাসল গ্রহণের ওপর মনোনিবেশ করুন, কারণ মাংসপেশি কঠিন টান হারাচ্ছে এবং শিথিল হচ্ছে।

শ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন ঃ আপনার শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যেকোনো প্যাটার্ন বা শ্বাসের ধরন লক্ষ্য করুন। আপনার শ্বাসগ্রহণ কি ধীরে বা দ্রুত হয়? শ্বাসগ্রহণ কি সহজে করতে পারেন? অথবা শ্বাসগ্রহণ কি দুরূহ লাগছে? শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের নিম্নতর চক্র সম্পর্কে ধারণা রাখুন।

শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগ দিন ঃ প্রতিটি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগী হোন। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসকে পুরোপুরি বায়ুপূর্ণ করুন। ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুভর্তি করতে পেটকে প্রসারিত করুন। শ্বাসত্যাগের সময় যতটা সম্ভব ধীরে সব বায়ু বের করে দেয়ার চেষ্টা করুন। প্রধানত শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করুন, যা সার্বিকভাবে আপনাকে ধীর ও অধিক নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে।

নাকের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক করুন ঃ শুধু নাকের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করুন। মুখের রুফ বা হার্ড প্যালেটে জিহ্বা ঠেসিয়ে আপনার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আপনার দাঁত শিথিল ও মুক্ত থাকা উচিত।

মনকে শ্বাসের ওপর স্থির রাখুন ঃ ব্রেথওয়ার্কের লক্ষ্য হল প্রতিটি শ্বাস ও শ্বাসচক্রের ওপর মনোযোগ দেওয়া। আপনি যদি আপনার টু-ডু লিস্ট বা করণীয় কার্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন অথবা যদি মনকে এখানে সেখানে বিচরণ করতে দেন, তাহলে শ্বাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসে অক্সিজেনের আগমন ও ধীরে শ্বাসত্যাগ তা নির্গমনের সময় মনোযোগী হোক। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোনিবেশ করুন অথবা পেটের ওপর আপনার মনোযোগ স্থির করুন। কারণ একটি প্রতিটা শ্বাসের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়।

টাইমিং বিবেচনা করুন ঃ যে কোনো সময় ব্রেথওয়ার্ক চর্চা করা যায়। কিন্তু দিনকে অধিক ফলপ্রসু করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে খুব সকালে ব্রেথওয়ার্ক করতে আলেক্স ট্যান পরামর্শ দেন। ব্রেথওয়ার্ক শুরু করতে খাবার খাওয়ার পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন এবং একটি সেশন শেষ করার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঠাণ্ডা তরল পান করবেন না। দিনের কোনো সময় মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া শুরু করবেন তা কোনো ব্যাপার নয়। তবে আলেক্স ট্যানপ্রতিদিন একই সময়ে তা চর্চা করতে পরামর্শ দেন কারণ সার্বিক সুস্থতার জন্য নিয়মানুবর্তিতা বা ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি একবার মনোযোগের সঙ্গে ব্রেথওয়ার্ক বা মাইন্ডফুল ব্রিথিং সম্পাদন করতে পারেন, তাহলে এটি আপনার জীবনের অন্যান্য অংশকে সহজতর করে তুলবে। শিগগির আপনি সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া ধ্যান করতে সক্ষম হবেন।

শুরুতেই দরকার সচেতনতা মানসিক প্রস্তুতি

যারা পরিবারে নতুন অতিথি আনার কথা ভাবছেন, বিষন্নতার অন্য মানসিক রোগ এড়াতে তাদের শুরুতেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের ক্ষেত্রে কম নয়। বরং কখনও কখনও একই।

মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা: লায়না লিচ ও ৪৩ টি আলাদা আলাদা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সন্তান জন্মানোর আগেও পরে ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ উদ্বিগ্নতা এবং বিষন্নতাসহ অন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যা নারীর তুলনায় অর্ধেক।

দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা।আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে।গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নতুনসন্তান আসার সময় ২০ শতাংশ দম্পতি উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতায় ভোগেন। অন্য গবেষণার ফলাফল পার্থক্য দেখা গেলেও গুরুতব না দেওয়ার কারণে সমস্যাগুলো জটিল আকার নেয় তা তুলনায় অর্ধেক। দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা। এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে। অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় 'নার্ভাস' হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও, উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, যোগ করেন লিচ।

এক্ষেত্রে লক্ষণগুলো হলো সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ভয়, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়ে যাওয়া বা সার্বিক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া। শারীরিক লক্ষণগুলো হলো হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঘুম কমে যাওয়া ও ক্ষুধা কমে যাওয়া।

লিচ'র মতে, মানসিক সমস্যা এড়াতে দম্পতিদের প্রথমে চিকিৎসক এবং প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।পারস্পরিক সহযোগিতা ও আর্থিক প্রস্তুতি মানসিক সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।তিনি আরও বলেন, পরিবারে নতুন অতিথি আসার আগে ও পরে কেবল বাবা মাকে প্রস্তুত থাকলে চলবে না, যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে এ প্রস্তুতি সবার।

সলমনের বদলে রণবীর ?

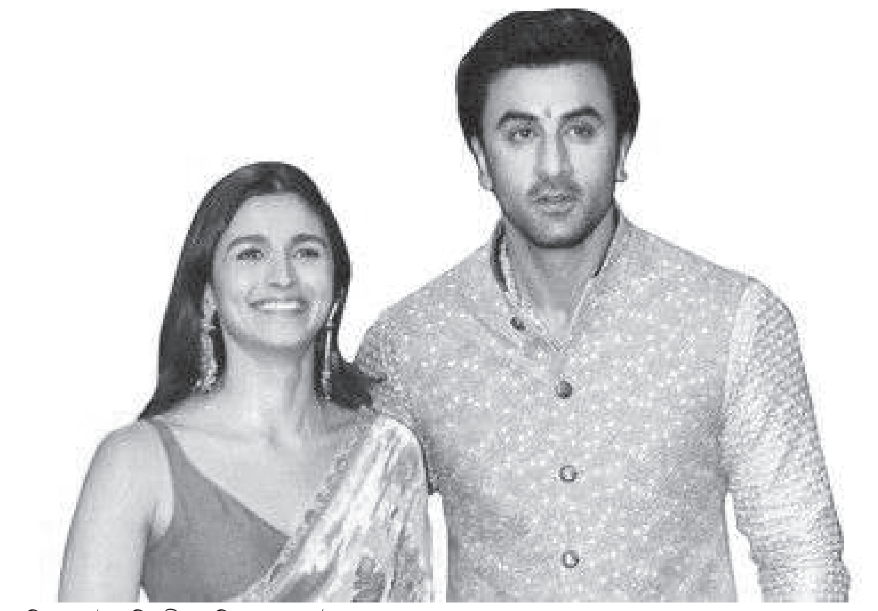

আলিয়া ভট্টের বিপরীতে কি শেষ পর্যন্ত তাঁর বয়ফ্রেন্ডই থাকবেন? ''ইনশাল্লাহ''র ভবিষ্যত যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে।সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর ছবিতে সলমন খানের বদলে মুখ্য চরিত্রে আসতে পারেন রণবীর কপূর। একই সঙ্গে, ''ইনশাল্লাহ''-য় সলমনের ফেরার আশাও প্রায় শেষ।এখন না হলেও সলমন যে ভন্সালীর সঙ্গে ছবিটা শেষ পর্যন্ত করবেন, এমন আশা দিয়ে রেখেছিলেন নায়ক স্বয়ং। এ-ও জানিয়েছিলেন, ভন্সালী আর যা-ই করুন, ''ইনশাল্লাহ''র সঙ্গে ''গদ্দারি'' করবেন না। কারণ সলমন জানতেন, ছবিটা ভন্সালীর কতটা কাছের। গল্পের ট্র্যাজিক শেষটা পাল্টাবেন না বলেই তো ভন্সালীর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল তাঁর। কারণ সলমন চাননি, গল্পের শেষটা দুঃখের হোক।তাঁর ভক্তদের হতাশ করতে চাননি সলমন। কিন্তু ভন্সালী দাবি মেনে নেননি সলমনের। নিজের স্ক্রিপ্ট নিয়ে বরাবরই খুঁতখুঁতে ও জেদি পরিচালক। চিত্রনাট্য নিয়ে আপস না করায় সঞ্জয়-সলমনের পথ আলাদা হয়ে যায়।ইদে ''ইনশাল্লাহ'' না এলেও অন্য একটি ছবিতে যে তিনি আসবেন, সে রকম ইঙ্গিত ফ্যানেদের দিয়েছিলেন সলমন, ''কিক টু''র সংলাপ টুইট করে। এ দিকে প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ''কিক টু''-এর কাজ এখনও প্রাথমিক স্তরে। কিছুতেই তা আগামী ইদে মুক্তি পেতে পারে না। কাজেই সলমন যা-ই বলে থাকুন সোশ্যাল মিডিয়ায়, এই মুহূর্তে তাঁর ইদ রিলিজের সম্ভাবনা তেমন দেখা যাচ্ছে না।সলমন প্রজেক্ট ছেড়ে এক রকম বেরিয়ে যাওয়ার পর ভন্সালী ও তাঁর টিম আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে এখন। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছবির কাজ আপাত ভাবে স্থগিত। সিলমন প্রজেক্ট ছেড়ে এক রকম বেরিয়ে যাওয়ার পর ভন্সালী ও তাঁর টিম আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে এখন। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছবির কাজ আপাত ভাবে স্থগিত। কিন্তু ভিতরের খবর, পরিচালক নাকি ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন নতুন নায়কের কথা। এবং উঠে আসছে রণবীর কপূরের নাম। শোনা যাচ্ছে, প্রথমে ''ইনশাল্লাহ''য় আলিয়ার লাভ ইন্টারেস্ট হিসেবে ক্যামিও চরিত্রে রণবীরকে ভেবেছিলেন ভন্সালী। এখন সলমন না থাকায়, রণবীরকেই নায়ক হিসেবে ভাবছেন পরিচালক। তবে যত দিন না অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ''ব্রহ্মাস্ত্র'' মুক্তি পাচ্ছে, তত দিন আলিয়া-রণবীর একসঙ্গে ছবি করতে পারবেন না, কর্ণ জোহরের সঙ্গে এমনই চুক্তি হয়ে রয়েছে অভিনেতাদের।ধর্মা প্রোডাকশনসের ''নো অবজেকশন সার্টিফিকেট''-এ সই করেছেন রণবীর-আলিয়া। অর্থাত, এখন রণবীরকে ভন্সালী কাস্ট করতে পারবেন কি না, এমনকি চিত্রনাট্য শোনাতে পারবেন কি না, সবটাই নির্ভর করছে কর্ণ জোহরের অনুমতির উপরে। ভন্সালীর সঙ্গে এক সময় সম্পর্ক তিক্ত হলেও, এখন আবার বন্ধু দুই পরিচালক-প্রযোজক। ''ইনশাল্লাহ''য় কি তা হলে আলিয়া তাঁর বয়ফ্রেন্ডকেই নায়ক হিসেবে পেতে চলেছেন? জবাব দেবে সময়।

চার দিনের শেষে কত আয় করল প্রভাসের সাহু?

ফিল্ম ডেস্কঃ প্রথম দিনেই একধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে সাহু। তেমনই আভাস ছিল। একাধিক ট্রেড আনালিসিস্টের মতে অ্যাভেঞ্জারস এবং থাগস অফ হিন্দুস্তানের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারত সাহু। তবে তা না হলেও এই মরশুমে ওপেনিং এ বেশ ভালো টাকার ব্যবসা দিয়েছিল সাহু। এবং প্রথম দিনের ব্যবসার পর কিছুটা ধাক্কা খেতে পারে এই ছবি বলা হয়েছিল। তবে তা ভুল প্রমান করে তিন দিনের শেষে প্রায় ৮০ কোটির ব্যবসা দিল এই ছবি। প্রথম দিনেই ২৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল প্রভাস এবং শ্রদ্ধা কাপুরের এই ছবি। চার দিনে মোট এই ছবির আয় ৯৪ কোটি টাকা। অর্থাত এইভাবে চললে ৫ দিনেই ঢুকে যাবে ১০০ কোটির ক্লাবে।অ্যাভেঞ্জারস প্রথম দিনে ব্যবসা করেছিল ৫৩ কোটি টকার আর আমির খানের থাগস অফ হিন্দুস্তান একদিনে করেছিল ৫২.২৫ কোটি টাকার।সাহু প্রথম দিনেই তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৫ কোটি টাকার উপর ব্যবসা দিতে পারে বলে ভেবেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তেলেগু নয় তামিলে ১৫ কোটি এবং মালায়ামে ৫ কোটি টাকার ব্যবসা দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব ভাষা মিলিয়ে মোট ৬০-৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে এই ছবি এমনি ভাবা হয়েছিল। তবে তা হয়নি, শুরুতেই নিজেদের প্রত্যাশিত মতো ব্যবসা করতে পারেনি ছবি।হিন্দি ছাড়াও তামিল ও তেলেগু ভাষায় রিলিজ করেছে এই ছবি। ফলে ছবির মার্কেটিং যে বড় হবে তা বলাই বাহুল্য। এখনই কি হবে তা বলা সম্ভব নয়, তবে বলিউডের একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে এই ছবি।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থুলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থূলতা নির্মূলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। ডা: লাষ্টিগ বলেন, অতিরিক্ত ওজনের পেছনে দায়ী হল অতিমাত্রার পুষ্টি গ্রহণ ও শারীরিক শ্রম বিমুখতা— এই দুটি অবস্থায় অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ করে।

আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে।অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, স্থূলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।ডা: লাষ্টিগ প্রথম দফা খাবার শেষ করার পর শিশুদের দ্বিতীয়বার খাবার দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন। কারণ অনেক শিশু আছে যারা পেট ভর্তি খাবার নিমিষে খেয়ে আবার প্লেট বাড়িয়ে দেয়। এরকম অতিরিক্ত খাবার দেবার ব্যাপারে তিনি বাবা-মা-দের সতর্ক করে দেন। তিনি পরামর্শ দেন দ্বিতীয় বারের জন্য যদি শিশুকে খাবার দিতেই হয় তবে যেন তা ২০ মিনিট পরে দেয়া হয়, কারণ অন্ত্রের স্যাটাইটি হরমোন বা পরিতৃপ্তি হরমোন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যা মস্তিষ্ককে বলে যে পাকস্থলী পূর্ণ আছে। এই খাবার প্রায় ২২ ফিট অন্ত্রের মধ্য দিয়ে পার হলে এ ধরনের হরমোন সংকেত মস্তিষ্ক পায় এবং তাতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগে। এরপরও যদি কোন শিশু ২০ মিনিট পর খেতে চায় তাকে তখন খাবার দেয়া যায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অন্য কোন খেলা বা কাজে মনযোগী হয়ে খাওয়ার কথা ভুলে যায়। স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরেকটি হাতিয়ার হল ব্যায়াম।এটা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রাকমিয়ে আনতে সহায়তা করে। কেবলমাত্র নিয়মিত ব্যায়ামই উপকারি। আর শিশুদের শুধু উৎসাহিত করা নয় বরং শিশুদের সাথে মা-বাবারও অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর ব্যায়াম হচ্ছে কর্টিসল নিঃসরণ কমানোর একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় যা ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে স্থূলতা ত্বরান্বিত করে। স্থূলতা কমাতে জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তনই স্থূলতার বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। এটা সবচেয়ে সত্য, সহজ আর নিরাপদ পদ্ধতি।

হাসপাতালে ভর্তি জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী, ছাড়তে পারেন বিগ-বস ১৩

মুম্বই: বিগ-বস ১৩-র হাউস থেকে বেড়িয়ে যেতে পারেন টেলিভিশন অভিনেত্রী দেবলীনা ভট্টাচার্য। তিনি এরইমধ্যে শো-ছেড়ে হাসপাতালে চিকিতসাধীন। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, দেবলীনা পিঠের ব্যাথা বাড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিছুদিন যাবত অভিনেত্রী বিগ-বস রিয়্যালিটি শো-এর বিভিন্ন টাস্ক এবং অন্যান্য ভারি কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখছিলেন বলেই জানা গিয়েছে।বিগ বস খবরির খবর অনুযায়ী দেবলীনা পিঠের ব্যথা বা আঘাতে এই মুহূর্তে জর্জরিত। যে কারণে চিকিতসকেরা তাকে সম্পূর্ণ বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। ''বিগ বস খবরির'' এই পোস্টে রীতিমতো টেনশনে রয়েছে ফ্যানেরা।২০১৭ সালে দেবলীনা ভট্টাচার্যর নানাবতী হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন। এবার তিনি গুরুতর পিঠে ব্যাথা নিয়ে মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বিগ-বস সেটে কোন টাস্কে অংশগ্রহণ করতে গিতেই তিনি আহত হয়েছেন।অন্যদিকে বিগ বসের কথাই যদি বলা যায় তাহলে এন্টারটেইনমেন্টে ভরপুর এখন বিগ বসের ঘর। সিদ্ধার্থ শুক্লা এবং রেশমি দেশাই, এই দুজনের মধ্যে ধীরে ধীরে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেই একটি কাজের সময় এই দুজন একটি রোম্যান্টিক ভিডিও তৈরি করেন। যে ভিডিওটি ডিরেক্ট করেছেন শাহনাজ গিল। সিদ্ধার্থ ও রেশমীর রোম্যান্টিক ভঙ্গি দর্শকরা ভীষণ পছন্দও করছে।শুক্রবার দিনের শেষের দিকে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে, দেবলীনা বাদ পড়তে পারেন বিগ-বসের ঘর থেকে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও তিনি দ্রুত সেরে উঠতে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেই স্বইচ্ছায় বিগ-বসের সেট ছেড়েছেন, তেমনটাই জানা গিয়েছে। এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই ফিরবেন বলে আশাবাদী অভিনেত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, চোট সারিয়ে ফের বিগ বসের ঘরে ফিরে আসতে পারবেন তো তিনি?

সম্পর্ক ভাঙতে চেয়েও ভাঙতে পারছেন না! কি করবেন জেনে নিন

পৃথিবীতে কোন সম্পর্কই ভেঙে যাওয়ার জন্যে গড়ে উঠে না। তারপরও ভেঙে যায়। সব সম্পর্ক জীবনের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে তার নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারে না।তাই বলে সেই সমাপ্তিটা যেন খুব বাজে ভাবে না হয়, সেই দিকটাও খেয়াল রাখা উচিত। বিষয়টা দুজনেরই মাথায় থাকতে হবে। নয়তো একটা ভালো সম্পর্ক রুপ নিতে পারে চরম শত্রুতায়।প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যা করতে পারেন:বিচ্ছেদটি হতে পারে চিঠি, এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে-সম্পর্ক বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়া দুজনের একই রকম হবে এমনটা নয়। কারও জন্য ভালো কাজ হতে পারে, আবার কারও জন্য কালবৈশাখি ঝড়ের মতো হতে পারে। তবে সম্পর্ক ভাঙার অবস্থায় যিনি নিজের মনের কথা বলতে পারেন না বা ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন না তার জন্য চিঠি লেখা, এসএমএস বা ই-মেইল করার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। কারণ এর মাধ্যমে তিনি তার অনুভূতির বিশদ বর্ণনা দিতে পারবেন। আবার যিনি বাগ-বিতণ্ডা বা সংঘাত এড়িয়ে চলতে চান, তার জন্যও এটি সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। কিছু লিখিত শব্দ যদিও সম্পর্ক ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট নয়, তবু অনেকের জন্য এটি খুব ভালো কাজ করেছে।মাজিক যোগাযোগের সাইটে সম্পর্কচ্ছেদ এড়িয়ে চলতে হবে-সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন সাইটে ফেসবুক, ট্যুইটার বা বিভিন্ন সাইটে আপনি যখন আপনার স্টেটাস, ছবি বা কোন ধরনের কমেন্ট পোস্ট করেন, তখন ভাববেন না এসব শুধু আপনারা দুজনে দেখছেন। আগে যেমন সবাই দেখতো, এখনও সবাই দেখছে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, আপনাদের সম্পর্কচ্ছেদ নিয়ে পরিচিত, কম-পরিচিত, ছোট-বড় সবাই হাসাহাসি করুক। সেজন্য এসব বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এসব সাইট এড়িয়ে চলুন।ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এগোতে হবে-সম্পর্ক ভাঙার সবচেয়ে ভালো পথ হলো ধীরে এবং দৃঢ়ভাবে এগোনো। এর অর্থ হলো সঙ্গীকে বোঝানো যে, আমাদের সম্পর্কটি আর আগের মতো কাজ করছে না।

হীনমন্যতা স্থায়ী নয়, যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকথার এক পাঠক জানিয়েচেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো।

আপনার সমস্যা

আমার সমস্যার হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস কম। পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। কথা বললেই মনে হয় আমি ভুল বলছি। আমার বয়স ২২। অবিবাহিত। আমি এইচএসসি পড়েছি হোস্টেলে থেকে। ওখানে সবাই আমাকে বোকা বলতো। এখনো বলে। আমি সব কিছুতেই অপরের উপর নির্ভর করি। মানসিক ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। খুব রাগ ওঠে, কি ওষুধ খাবো। অমি কি করব।

আমাদের সমাধান

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনি হীনমন্যতায় ভুগছেন। শুধু আপনি না, বহু মানুষ আজ হীনমন্যতায় আক্রান। এর প্রথম লক্ষণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি যেহেতু আস্থা নেই, তাই সহজেই অন্যদের ভয় পাওয়া। আর সেটা অপরিচিত হলে তা কথাই নেই। মিশতে গেলেই সব গোলমাল হয়েযায়। আবার সে কারণেই পরনির্ভর বোধ তৈরি হয়। নিজেকে লবঙ্গ লতিকা মনে হয়।

এর ফলে তৈরি হয় সীমাহীন ক্ষোভ, নিজের ও অন্যদের প্রতি। এই পুরোটাই একটা দূষিত চক্র। আপনি নিজেকে বলুন, আমি একটা নেতিবাচক চক্রবুহ্যে ফেঁসে গেছি। তাই এমনটা হচ্ছে। এর পর প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে যত কাজ করেছেন তার মধ্যে দুইটো ভালো কাজের জন্য আপনি নিজেকে ধন্যবাদ দিন।

আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলুন' নানা কারণে আমি নেতিবাচক চক্রে আটকে পড়েছিলাম। আমি সেটা জানি। আমি আত্মবিশ্বাসী এখন থেকে আমি নিজেকে বদলাবো।'

তার এটা তালিকা তৈরি করুন।

এবার অপশনগুলি খুঁজে দেখুন কীভাবে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

এর জন্য কোন কোন নেতিবাচক অনুভূতী দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করুন।

এই অনুভূতির বদলে কি কি ইতিবাচক অনুভূতি চান তা নির্ধারণ করুন।

সেই ইতিবাচক অনুভূতি কীভাবে পাবেন, সেই অপশনগুলো খেয়াল করুন।

মানুষ যেকোনো সময় থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নিজেকে বাহাবা দিন, আপনিও পরিবর্তন চান।

আজ থেকেই শুরু করুন, কেমন থাকছেন জানাবেন। আমরা পাশে আছি।

দক্ষিণ শালমারা ও মানকাচরে যৌথবাহিনীর অভিযান, উদ্ধার ৬ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা, গ্রেফতার এক

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার দক্ষিণ শালমারা ও মানকাচর পুলিশ এবং বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের নেশাজাতীয় প্রায় ১২ হাজারের বেশি ইয়াবা ট্যাবলেট। এগুলোর সঙ্গে এক নেশাদ্রব্যের পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হযেছে। গতকাল শুক্রবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ চালানো হয়েছিল নেশা বিরোধী অভিযান।

জানা গেছে, বিএসএফ-এর গোয়েন্দা সূত্রের নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাত প্রায় ১০টায় দক্ষিণ শালমারা থানার ওসি আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালায়। তাঁরা জেলার চর এলাকা ভালুককান্দি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক জয়নাল আবেদিনের ছেলে রেজাউল ইসলাম (৩০)-এর ঘরে রাত প্রায় ১২টায় আচমকা হানা দেন। রেজাউলের ঘরে তালাশি চালিয়ে পুলিশ-বিএসএফের যৌথ অভিযানকারীরা ৮,১০০টি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেন। পাশাপাশি আটক করা হয় গৃহকর্তা রেজাউলকে।

বমাল রেজাউলকে নিয়ে আসা হয় থানায়। থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আজ তাকে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদিকে মানকাচর থানার ওসি বিনোদকুমার দাসও এক গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কদমতলি গ্রামে অভিযান চালিয়ে চার হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছেন। ওই অভিযান শুক্রবার রাত প্রায় ১২.৩০ মিনিটে চালানো হয়েছিল। ওসি দাস জানান, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে ওপারে বাংলাদেশে পাচার করতে আনা হয়েছিল নেশার ইয়াবাগুলি। কিন্তু পুলিশ দেখে পাচারকারীরা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুলিশের দল তাদের পিছু ধাওয়া করলে ট্যাবলেটের একটি প্যাকেট ফেলে গেছে তারা।

ওই প্যাকেটে ৪ হাজার ট্যাবলেট ছিল। চার হাজার ইয়াবা উদ্ধার করলেও পুলিশ পাচারকারীদের ধরতে পারেনি।

মানকাচর এবং দক্ষিণ শালমারায় পৃথক অভিযানে উদ্ধারকৃত ট্যাবলেগুলি আর-৭ ইয়াবা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ভারতীয় বাজারে একেকটি ট্যাবলেটের দাম ৩৫ টাকা থেকে ৪৫ টাকা হলে সার্বিকভাবে এগুলির দাম মোট ৬ লক্ষ টাকা হবে বলে দুই থানার ওসি জানান। তাঁরা জানান, বাংলাদেশে গিয়ে একেকটি ট্যাবলেটের দাম পরিস্থিতি অনুযায়ী ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা হয়ে যায়। তাই বাংলাদেশের হিসাবে এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

চন্ডিপুরে ষাড় চুরি করে নিয়ে পালাতে গিয়ে ডিগবাজি খেলো গাড়ি , পলাতক দুষ্কৃতীরা

চন্ডিপুর, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : শনিবার ভোরে পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডীপুর থানা গোপিনাথপুরে দিক থেকে চৌখালী রাস্তায় প্রবেশ পথেই বাগনান মৌজা সেখানে একটি সাফারি গাড়ি উল্টে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে যান। গাড়ির পাশে কোন লোকজনের দেখা নেই। গাড়ির কাছে গিয়েই স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে চক্ষু চড়কগাছ , গাড়ির ভিতরে মানুষ নেই রয়েছে একটি মস্ত বড় ষাঁড়।

স্থানীয়রা জানান রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা চুরি করে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিল কোনোক্রমে ষাঁড়টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরে উল্টে যায় খালে। ভোর হয়ে যাওয়ায় বেগতিক দেখে গাড়ি চালকসহ অন্যান্যরা গাড়িটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ চন্ডীপুর থানা পুলিশ ক্রেন নিয়ে গিয়ে গাড়ি ও ষাঁড়টিকে উদ্ধার করে চন্ডিপুর থানায় নিয়ে আসে। গাড়ি চালক এবং মালিক এর খোঁজ নেওয়ায় পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অবসর নিলেন অসমের ডিজিপি কুলধর শইকিয়া, জানানো হল সামরিক সম্মান

গুয়াহাটি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : অবসর নিলেন অসমের পুলিশ-প্রধান কুলধর শইকিয়া। শনিবার চাকরি জীবন থেকে বিদায়ের মুহূর্তে কাহিলিপাড়ায় অবস্থিত চতুর্থ আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়ন দফতরের ময়দানে সম্পূর্ণ সামরিক সম্মান জানানো হয়েছে।

বিদায়ী-প্যারেড অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত, গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার-সহ বহু শীর্ষ ও পদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। অসম পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত সামরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবেগিক হয়ে পড়েন লেখক তথা দুঁদে পুলিশ অফিসার কুলধর শইকিয়া। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ দেড় কুড়ি বছরের চাকরি জীবনের অন্ত পড়ল আজ। দীর্ঘ পরিক্রমায় বহু সজ্জন মানুষের সঙ্গে পেয়েছি। কর্মজীবনে অসমের মানুষ সামূহিকভাবে যেভাবে সহায়-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য সকলের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।'

অবসরের দিনগুলি কীভাবে কাটাবেন জানতে চাইলে শইকিয়া বলেন, তিনি বরাবর সামাজিক কাজকর্ম ভালোবাসেন। তাই স্বাভাবিকভাবে অসমের জনসাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সামাজিক কাজে জড়িত হয়ে পড়বেন। কেননা 'সামাজিক কাজে এক ধরনের মাদকতা আছে।' এছাড়া ৩৪ বছরের চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা সংবলিত একটি বই লিখে প্রকাশ করার অদম্য ইচ্ছা তাঁর আছে, জানান তা-ও। তিনি মনে করেন, জীবনে এখন পর্যন্ত যতটা কাজ করেছেন তা যেন বহু অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তবে 'অসম্পূর্ণ কাজ থাকা ভালো। কেননা, অসম্পূর্ণ থাকলে মনে একটা ড্রাইভ থাকে, তবে পরিপূর্ণতা থাকে না।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৫ সালের আইপিএস ক্যাডার কুলধর শইকিয়া গত বছর ২০১৮ সালের ২৫ এপ্রিল রাজ্যের পুলিশ-প্রধান হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। চলতি বছরের (২০১৯) ৩১ আগস্ট তাঁর অবসর গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু সরকার তাঁর কার্যকালের মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়িয়েছিল। সে অনুসারে আজ ৩০ নভেম্বর তাঁর কার্যকাল শেষ হয়েছে। তাঁর জায়গায় ভাস্করজ্যোতি মহন্তকে ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

পুঞ্চে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

পুঞ্চ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। শনিবার দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট নাগাদ পুঞ্চের শাহপুর এবং কিরনি সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি এবং স্থান গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। মর্টার ও মাঝারি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তানি সেনা। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা।

এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে শুক্রবার রাত ৮টা ৩০ মিনিট থেকে ৯টা ১৫ পর্যন্ত পুঞ্চে গোলাবর্ষণ পাকিস্তান। পরপর দুইদিন ধরে গোলাবর্ষণের জেরে পুলওয়ামায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ডাল্টনগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থী কে এন ত্রিপাঠি পিস্তল নিয়ে বুথের সামনে ঘুরলেন, অভিযোগ

ডাল্টনগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার নির্বাচনে পরিস্থিতি তীব্র উত্তেজনাময়। ডাল্টনগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কে এন ত্রিপাঠি পিস্তল বের করে বুথের সামনে ঘুরলেন বলে অভিযোগ। যদিও তাঁর দাবি, হামলায় নিজের রক্ষা করেছি। এই ঘটনার তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এর আগে বুথে ঢুকতে গেলে ত্রিপাঠিকে বাধা দেয় কয়েকজন। অভিযোগ তারা বিজেপি কর্মী। তখন রক্ষীরা বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে যান। তারপরে নিজেই পিস্তল বের করেন প্রাক্তন মন্ত্রী কে এন ত্রিপাঠি। তাঁকে ঘিরে রাখেন রক্ষীরা। শনিবার সকাল থেকে মাওবাদী হামলা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ডাল্টনগঞ্জের কিছু এলাকায়। এবারের নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করেছে জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি। জোটের প্রার্থী হয়েছেন ত্রিপাঠি। তাঁর উপর হামলার আশঙ্কা আগেই করেছিল বিভিন্ন মহল। ডাল্টনগঞ্জেই বিজেপির প্রার্থী ড় অলোক চৌরাশিয়া। অভিযোগ, বিজেপির একাংশ সমর্থক যেভাবে বুথে ঢুকতে বাধা দিয়েছে তাতে তারা রিগিং চালাচ্ছিল। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। উল্লেখ্য, এদিন নির্বাচন

ছয়ের পাতায়

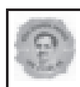

Biplab Kumar Deb

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA-799010

বিশ্ব এইডস্ দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

'কমিউনিটিস মেক দ্য ডিফারেন্স'। বিশ্বব্যাপী এই শ্লোগানকে সামনে রেখেই ১লা ডিসেম্বর পালিত হচ্ছে বিশ্ব এইডস্ দিবস। এই দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্যই হ ল এইচ আই ভি জীবাণু এবং এইডস রোগা সম্পর্কে জনগণের সচেতন করে তোলা। এইচ আই ভি সংক্রমণ রোধ করা কিংবা এইডস্ রোগ প্রতিরোধের মূল অস্ত্রই হল সচেতনতা। গোটা পৃথিবী জুড়েই এই জীবাণু ছড়ায় মূলতঃ চারটি পথে। অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ, অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সূঁচের বহু ব্যবহারে এবং এইচ আই ভি এইডস্ আক্রান্ত মা থেকে শিশুর শরীরেও এইচ আই ভি সংক্রমণ হতে পারে। এইচ আইভি-এইডস্ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপন করা হচ্ছে।

এবছর বিশ্ব এইডস্ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি উদযাাপিত হচ্ছে উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরে। এছাড়া সমস্ত জেলা ও মহকুমায় বিশ্ব এইডস্ দিবস উদযাপন উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী নানা অনুষ্ঠান পালিত হবে। বিশ্ব এইডস্ দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্য নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সহ অন্যান্য সরকারী দপ্তর ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীদের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এইডস্ মুক্ত দেশ ও জাতি গঠনের অঙ্গীকার করা সম্ভব।

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ত্রিপুরা এইচআইভি-এইডস্ প্রতিরোধে এগিয়ে যাবে। এই জীবাণু নিজেদের শরীরে যিনি বা যাঁরা বহন করছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে সমাজে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে যেতে আমরা সবাই সাহায্য করবো— এটা হোক আজকের দিনে অঙ্গীকার। আমরা সবাই জানি, এইচ আই ভি -এইডস্ ছোঁয়াচে রোগ নয়। সচেতনতাই এই জীবাণু ও রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। একসাথে সবাই মিলে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমেই সার্থক হোক বিশ্ব এইডস্ দিবস উদ্যাপন।

(বিপ্লব কুমার দেব)

শনিবার প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরিনাভি সুভাষিণী বালিকা শিক্ষালয়ে ছাত্রী ও অভিভাবিকাদের বিক্ষোভ

সোনারপুর, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করার কারণে অকৃতকার্যদের এবার পরীক্ষা দিতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল কতৃপক্ষ। আর সেই কারণেই স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ফেল করা ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর সুভাষিণী বালিকা শিক্ষালয়ে।

এবছর মোট ১৪৪ জন ছাত্রী এই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৪৪ জনের মধ্যে ২০ জন ছাত্রী পাশ করতে পারেনি। স্কুলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যারা ফেল করেছে তাদেরকে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকের ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। আর স্কুলের এই ঘোষণার পর থেকেই কার্যত শনিবার স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ফেল করা ছাত্রীদের অভিভাবক ও সেই সমস্ত ছাত্রীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও অভিভাবকদের দাবী আগামী তিন ভালো করে প্রস্তুতি নিলে ফাইনাল পরীক্ষায় ফল ভালো হবে। কিন্তু এই যুক্তি মানতে চায়নি স্কুল। তাদের দাবী গত নয় মাসে যারা পড়াশুনা ঠিকমতো করলো না তারা আগামী তিন মাসে ও করবে না।

তবুও এই সমস্যার সমাধানের জন্য আগামী সপ্তাহে স্কুল পরিচালন কমিটি ও একাডেমিক কমিটি অভিভাবকদের সাথে বৈঠকে বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সায়ন্তনী চট্টোপাধ্যায় বলেন, " ছাত্রীরা পড়াশুনা ঠিকমতো করেনি বলেই টেস্টে ফেল করেছে। একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ওঠার সময় ও একই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তখন ওদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এবার ও টেস্টে ওরা ফেল করায় স্কুলের তরফ থেকে ওদের এ বছর ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও ওরা দাবী করছে পরীক্ষায় বসার ও ভালো ফল করার। এ বিষয়ে পরিচালন কমিটি ও একাডেমিক কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে। তবে স্কুলের শিক্ষিকাদের ছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকরা হেনস্থা করেছেন। এই ঘটনায় শিক্ষিকারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন"।

হায়দরাবাদের ঘটনায় পরিকল্পনা করেই তরুণীর স্কুটির টায়ার পাংচার করা হয়েছিল, জেরায় জানাল ধৃতরা

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিৎসক খুনের ঘটনায় অপরাধীরা পরিকল্পনা করেই পাংচার করে রেখেছিল তাঁর স্কুটির টায়ার। এরপর রাস্তায় বিপাকে পড়া তরুণী পশু চিকিৎসককের কাছে এগিয়ে যায় সাহায্যের ছুতো করে। ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর টানা জেরা করে এমনি তথ্য জানা গেছে বলে জানাল হায়দরাবাদ পুলিশ।

তেলঙ্গানায় গত বুধবারের এই ঘটনায় শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। গত কাল ২৬ বছরের ওই তরুণীর আধপোড়া দেহাংশ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সাইবারাবাদ পুলিশ। মহম্মদ আরিফ (২৬), জল্লু শিবা (২০), জল্লু নবীন (২০) এবং চিন্তকুন্ত চেন্নাকেশভুলু (২০) নামে এই চার জনই ট্রাকের কর্মী। প্রধান অভিযুক্ত মহম্মদ আরিফ। এরা সকলেই ট্রাকের চালক ও খালাসি, নারায়ণপেট জেলার বাসিন্দা।

সাইবারাবাদ পুলিশ কমিশনার ভি সি সাজ্জানার জানিয়েছেন, বুধবার ঘটনার দিন সন্ধে ৬টা ১৫ নাগাদ ওই চিকিৎসক যখন সামসাবাদ টোল প্লাজায় তাঁর বাইক পার্ক করছিলেন তখনই মদ খেতে খেতে আরিফরা তাঁকে লক্ষ্য করে। এরপর ছক কষে তারা। নবীন গিয়ে তাঁর বাইকের পিছনের চাকা পাংচার করে দেয়। রাত নটা নাগাদ কাজকর্ম সেরে ফিরে আসেন চিকিৎসক, দেখেন, বাইক চলছে না। তখন আরিফ ট্রাক থেকে নেমে তাঁর কাছে গিয়ে বলে, চাকা তো পাংচার হয়ে গিয়েছে, সারাতে হবে। অন্য এক ট্রাক চালককে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভীত তরুণী তাদের সাহায্যের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। শিবা এরপর বাইক নিয়ে চলে যায় সারানোর নাম করে। ধু ধু হাইওয়েতে ফাঁকা টোল প্লাজার পাশে তখন একা দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান তরুণী। এ সময় পিছন থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আরিফ, নবীন ও চেন্নাকেশভুলু। কাছের একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে তারা।

ঘটনার সময় আরিফ চিকিৎসকের মুখ চেপে রেখেছিল, ফলে দম আটকে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর দু'জন তাঁর দেহ ট্রাকে নিয়ে চলে যায় কিছু দূরে, অন্য দু'জন তাঁর বাইক নিয়ে একাধিক পেট্রোল পাম্পে যায়, বোতলে করে পেট্রোল নিয়ে আসে। এরপর চাতানপল্লী আন্ডারপাসের নীচে তাঁর দেহ পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয় তারা।

পুলিশ জানিয়েছে, ৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ ও অপহরণের মামলা রুজু করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সূত্র ও লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তাদের খোঁজ পায় পুলিশ। চিকিৎসক হত্যার ঘটনায় এই ৪ জনকে গ্রেফতারের পরপরইসামসাবাদের কাছে আর এক মহিলার পোড়া দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের ধারণা, এই ক'জন দ্বিতীয় ঘটনাতেও জড়িত।

তেলঙ্গানায় পর পর মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারের ঘটনার প্রেক্ষিতে কেন্দ্র এ দিন সব রাজ্যকে 'অ্যাডভাইসরি' পাঠিয়ে মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনায় আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করতে বলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষণ রেড্ডি জানান, তেলঙ্গানার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তাঁরা।-

হায়দরাবদ জুড়ে বিজেপি মহিলা মোর্চার মৌনমিছিল

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : তেলেঙ্গানায় মহিলা পশুচিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যার প্রতিবাদে শনিবার হায়দরাবাদে মৌনমিছিল বিজেপির মহিলার মোর্চার।

মুখ কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল মহিলার মোর্চার কর্মীরা এই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এদিনের কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছিল দীক্ষা। বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি অকুলা বিজয়া জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানায় এক শতাংশও নিরাপদ নয় মহিলারা। রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদাসীন রাজ্য সরকার। বিজেপি মুখপাত্র রামচন্দ্র রাও জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানায় একইদিনে ধর্ষণ করে হত্যার দুইটি ঘটনা বড়ই দুর্ভাগ্যের। আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের যে গ্রেফতার করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে তেলেঙ্গানার রঙ্গা রেড্ডি জেলার স্বাদনগরের উপকণ্ঠে এক মহিলা পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়। যার জেরে গোটা দেশে বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

হায়দরাবাদের প্রায় একই জায়গায় মিলল আরও এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদের শামশাবাদে মহিলা পশুচিকিতককে ধর্ষণ এবং পুড়িয়ে খুনের ঘটনার তদন্তের মধ্যে প্রায় একই জায়গায় মিলল আরও এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ। প্রথম ঘটনাস্থল থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। ওই ঘটনার সঙ্গে কোনও লিঙ্ক রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখছে তেলেঙ্গানা পুলিশ।

তেলঙ্গানায় তরুণী পশু-চিকিতকের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তাল দেশ উ ঘটনার বর্বরতায় আঁতকে উঠেছে খোদ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ এবং বর্বরোচিত' বলে ব্যাখ্যা করেছে পুলিশ। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ওই শামশাবাদ এলাকাতেই আরও এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মহিলার আনুমানিক বয়স ৩৫। পুলিশ জানিয়েছে, শামশাবাদের সিদ্দুলগুট্টা এলাকায় এক মন্দিরের পাশে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে শুক্রবার ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়।

সাইবারাবাদ পুলিশ কমিশনার ভি সজ্জনার জানিয়েছেন, শামশাবাদে একটি খোলা জায়গায় ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর দেহ সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে। বছর ছাব্বিশের তরুণী চিকিতককে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যখন গোটা দেশ তোলপাড়, তখনই ওই একই এলাকা থেকে আরও এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

যে মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁকেও ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে কি না এবং তরুণী চিকিতকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তরুণী চিকিতককে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সাইবারাবাদ পুলিশ। ধৃতেরা হল মহম্মদ আরিফ, জল্লু শিবা, জল্লু নবীন এবং চিন্তকুন্ত চেন্নাকেশভুলু। চারজনই ট্রাকের কর্মী।-

ত্রিপুরা সরকার
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর

মহাশয়/মহাশয়া,

আগামী ২রা ডিসেম্বর, ২০১৯ইং, সকাল ৯.০০ ঘটিকায়, আগরতলাস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিশ্ব দিব্যাঙ্গজন দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে এক বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি: শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ, মাননীয়া চেয়ারপার্সন, ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশন।
সম্মানীয় অতিথি : শ্রী চৈতন্য মূর্তি, বিশেষ সচিব সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সানুরাগ উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

বিনীত -

তাং :- ২৯শে নভেম্বর, ২০১৯
আগরতলা

তন্দ্রা সনোবর
অধিকর্তা
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা

ICA/D/1330/2019-20

সন্ধ্যান চাই

Ref : East Agartala Women PS GD Entry no 14 Dated 19]10]2019

পাশের ছবি তিনটির ১) শ্রীমতি পারমিতা বনিক স্বামী শ্রী অমৃত সরকার, সাং- কেষ্টপুর, মাজাপাড়া, কোলকাতা, থানা - বাবুইহাটি, বয়স - ২৮ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি গায়ের রঙ ফর্সা।
২) কুমারী অদ্রিজা সরকার, পিতা - শ্রী অমৃত সরকার, সাং- কেস্টপুর মাজাপাড়া, কোলকাতা, থানা - বাঘুইহাটি, বয়স - ৩ বছর
৩) কুমারী অনুশক সরকরা, পিতা - শ্রী অমৃত সরকরা, সাং- কেস্টপুর মাজাপাড়া, কোলকাতা, থানা - বাঘুইহাটি বয়স - ০৩ বছর,

গত ১৮-১০-২০১৯ইং তারিক আনুমানিনক দুপুর ১২টার সময় আগরতলা বিমানবন্দর হইতে তাঁর দুই মেয়ে (শিশু) কে নিয়ে কোলকাতা শ্বশুড় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাড়িতে গিয়ে পৌছে নাই। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাহাদের কোন সন্ধ্যান পাওয়া যায় নাই।
উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মা এবং দুই মেয়ের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্মলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

ICA/D/1334/2019-20

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১ ২৩২ ৪৯১৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

বালি মাফিয়াদের দাপটে বিধ্বস্ত রাস্তা,৫ ঘন্টার বেশি অবরোধ করল অটোচালক ও সাধারন মানুষ

গোপীবল্লভপুর, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : প্রশাসনকে বারবার জানিও লাভ হয়নি ,বালি মাফিয়াদের দাপটে বিধ্বস্ত রাস্তা। সাধারণ মানুষ নাজেহাল ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে। বাধ্য হয়ে পথ অবরোধের নামলেন ওই রাস্তার অটোচালক থেকে সাধারণ মানুষ।শনিবার সকালে শুরু হওয়া এই অবরোধের জেরে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এর ছাতিনাশোল থেকে আলমপুর গ্রামের রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান-প্রতিদিনই সুবর্ণরেখা নদী থেকে শয়ে শয়ে বালি লরি ও ট্রাক্টর যায় ওই রাস্তা দিয়ে।এই গাড়ি গুলির বেশিরভাগই বালি দিয়ে ওভারলোড করা থাকে।যে কারণে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা রাস্তা ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বালি গাড়ির জল ও ভারী চাকার চাপে বিধ্বস্ত এই রাস্তা দিয়ে বর্তমানে কোন ছোট গাড়ি চলাচল করতে পারে না।
এ রাস্তাটি গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের আলমপুর এর সঙ্গে ছ নম্বর অঞ্চলের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। প্রায় আট থেকে নটা গ্রামের মানুষ , ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিনই বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করেন। কিন্তু বেহাল রাস্তার কারণে চলাচল কষ্টকর, নিত্য দুর্ঘটনা লেগেই থাকে।বেহাল রাস্তার কারণে রাতে কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে কোন গাড়ির মালিক গাড়ি নিয়ে যেতে রাজি হন না ওই রাস্তার ওপর দিয়ে। ফলে সাধারণ মানুষ সহ রোগীরা চরম কষ্টের মুখে পড়ে যান। সবথেকে বড় সমস্যা অটোচালকদের।ছোট চাকার গাড়ি গুলি বেহাল রাস্তার ওপর দিয়ে যাত্রী নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না।প্রায়শই অটো খারাপ হয়ে পড়ে রাস্তা খারাপের কারনে।
মানুষের এই দুর্বিষহ অবস্থার কথা মেনে নিয়ে আলমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভূদেব পাত্র বলেন- ঘটনাটি সত্যি।গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার অবস্থা নিয়ে অনেক আগে ব্লকের বিডিও সাহেবকে বলা হয়েছিল।রাস্তার মেরামত বা বালি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তিনিই করতে পারেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।
এই পরিস্থিতিতে শনিবার সকাল ছয়টা থেকে রাস্তা অচল করে দিয়ে অবরোধ চলে। যেখানে সাধারন মানুষ থেকে অটো চালকরা সকলেই সামিল হয়েছিলেন। রাস্তার উপরে অটো দাঁড় করিয়ে অবরোধ করেন অটো চালকরা।প্রায় পাঁচ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এই অবরোধ চলে। পরে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

বিজেপিতে যোগ দিলেন তামিল অভিনেতা রাধা রবি, স্বাগত জানালেন জে পি নাড্ডা

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন তামিল অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক রাধা রবিঊ শনিবার সকালে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তামিল ফিল্ম ও টেলিভিশন অভিনেতা রাধা রবিঊ
এক দিনের সফরে শনিবার সকালেই চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌঁছন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডাঊ তামিলনাড়ুর ১৬টি জেলায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং দলীয় কর্মীদের সম্বোধন করার উদ্দেশ্যে এদিন চেন্নাইয়ে পৌঁছন নাড্ডাঊ নাড্ডা চেন্নাই পৌঁছনোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিজেপিতে যোগ দেন অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক রাধা রবিঊ
২০০০ সালে এআইএডিএমকে-তে যোগ দিয়েছিলেন রাধা রবিঊ ২০০২ সালে এআইএডিএমকে-র টিকিটে সাইদাপেট বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছিলেন রাধা রবিঊ ২০১৭ সালে এআইএডিএমকে-র সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ডিএমকে-তে যোগ দিয়েছিলেন রবিঊ দু'বছর পর ২০১৯ সালে, অভিনেত্রী নয়নতারা সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন রাধা রবিঊ তারপর ডিএমকে থেকে পদত্যাগ করে এআইএডিএমকে-তে যোগ দিয়েছিলেন রবিঊ এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন আইনজীবী-অভিনেতা রাধা রবিঊ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাটনায় ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হল পেঁয়াজ, খুশি ক্রেতারা

পাটনা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): প্রায় দু'মাস ধরে পেঁয়াজের ঝাঁঝে নাস্তানাবুদ গোটা দেশঊ পেঁয়াজের সঠিক দাম না পেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছেন চাষিরা, তেমনই বাজারে গিয়ে মাথায় হাত মধ্যবিত্তেরঊ কোথাও ৮০, কোথাও আবার ১০০ টাকা কেজি দরেও বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজঊ ফলে চিন্তায় রয়েছেন সাধারণ মানুষঊ আকাশছোঁয়া পেঁয়াজের দাম থেকে পাটনাবাসীকে খানিকটা স্বস্তি দিল বিহার রাজ্য কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ইউনিয়ন লিমিটেডঊ শনিবার বিহার রাজ্য কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ইউনিয়ন লিমিটেড-এর কাউন্টারে ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হল পেঁয়াজঊ সস্তায় পেঁয়াজ কিনতে সকাল থেকেই কাউন্টারে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোঊ সস্তায় পেঁয়াজ কিনতে পেরে খুশি ক্রেতারাঊ
সস্তায় পেঁয়াজ বিক্রি হলেও, কাউন্টারের কর্মীদের মাথায় ছিল হেলমেটঊ কিন্তু কেন? রোহিত কুমার নামে একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, 'জনগণের ক্ষোভের কারণে পাথর ছোঁড়ার মতো ঘটনা ঘটতেই পারে, তাই বিকল্প হিসেবে মাথায় হেলমেট ব্যবহার করা হচ্ছেঊ যেহেতু আমাদের কোনও সুরক্ষা নেইঊ' দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ চাষ হয় মহারাষ্ট্রেঊ দেশের ৭০ শতাংশ পেঁয়াজ উতন্ন হয় মহারাষ্ট্রেইঊ এরপর রয়েছে কর্ণাটক, গুজরাট, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যঊ বন্যার কারণে এবার প্রচুর পেঁয়াজ নষ্ট হয়েছেঊ তাই এই দূরাবস্থা

মহারাষ্ট্রে ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে গেল পিকআপ ভ্যান, মর্মান্তিক মৃত্যু ৭ জনের

ধুলে (মহারাষ্ট্র), ৩০ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র সীমান্তবর্তী ধুলে জেলায় (মহারাষ্ট্র) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানঊ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ শুক্রবার গভীর রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধুলে তালুকার অন্তর্গত ভিপ্পুর গ্রামের কাছে ধুলে-সোলাপুর রোডেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-রীতেশ আর্য (৬ মাস), জীনিয়া (১৩), মিয়ালী আর্য (২৩), রবীনা আর্য (৫), করণ (৩), হরম সিং (৫), লাল সিং (২০)ঊ
পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার ভোররাতে ধুলে তালুকার অন্তর্গত ভিপ্পুর গ্রামের কাছে ব্রিজ থেকে নীচে নদীতে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানঊ ধুলে-সোলাপুর রোডের উপর অবস্থিত ওই ব্রিজটিঊ ব্রিজ থেকে পিকআপ ভ্যানটি নীচে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনেরঊ এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জনঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, চালকের গাফিলতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে

প্রাণ হারালেন আরও দু'জন, রামবানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ৬ জন

জম্মু, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): প্রাণ হারালেন আরও দু'জনঊ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬ জনঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ শুক্রবার রাতে রামবান জেলার বানিহালের বলোট গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই বাড়িতে আগুন ধরে যায়ঊ
ঝলসে গিয়ে শুক্রবার রাতেই মৃত্যু হয় দর্শনা দেবী নামে একজন মহিলা ও তাঁর তিন মেয়েরঊ পরে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছেঊ সঙ্কটজনক অবস্থায় একজন উধমপুরের হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে বাড়িতে রান্না করছিলেন দর্শনা দেবীঊ রান্না করার সময় আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ঊ বাড়িতে আগুনও ধরে যায়ঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়ঊ পুলিশ জানিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন একজন

অভিযোগ

পাচের পাতার পর

শুরুর পরেই প্রবল মাওবাদী হামলা হয় গুমলা জেলার বিষনপুরে। সেতু উড়িয়ে দেয় মাওবাদীরা। এর ফলে পুরো এলাকা বিচ্ছিন্ন। এই সেতু দলে পড়ায় এখান দিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের কনভয় যাওয়া সম্ভব নায়। ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে মাওবাদীরা। রাজ্যের সর্বাধিক মাও হামলায় রক্তাক্ত পালামৌ ও লাতেহার। এখানকার সবকটি বুথে প্রবল হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন সকাল সাতটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত হবে ভোটগ্রহণ।

সামরিক সম্মান

পাচের পাতার পর

১৯৮৫ সালে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস)-এ যোগ দেওয়ার আগে নয়াদিল্লিতে পরিকল্পনা কমিশনে ইন্ডিয়ান ইকোনমিকস সার্ভিস (আইইএস)-এর দফতরের একজন অফিসার ছিলেন শইকিয়া। এছাড়া ভারতীয় রেলওয়ে বিভাগেও কিছুদিন টর্যাফিক সার্ভিসের আধিকারিক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।
কেবল এ-ই নয়, কুলধর শইকিয়া অসমিয়া সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় তথা সংবেদনশীল গল্পকার। গল্পের স্বীকৃতিস্বরূপ শইকিয়াকে সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট অবদানের জন্য দু-দুবার রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক লাভ করেছেন দুঁদে অফিসার কুলধর শইকিয়া।

উপ-রাষ্ট্রপতি

তিনের পাতার পর

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এই সকল বীর যোদ্ধাদের বাদ দিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
এদিন নিজের বক্তব্যে উত্তরাখন্ডের বীরযোদ্ধা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম উল্লেখ করেন তিনি। রাম পেয়ারি গুজ্জর, রানি কর্ণাবতী, শ্বাসমল সিং তোমর, শিবদেবী তোমরের মতো বীর যোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করে বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, বহু সংগ্রামের সাক্ষী ভারত। যেখানে সাধারণ মানুষ প্রবল পরাক্রমশালী আক্রমণকারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বাধীনতা, সম্মান, সংস্কৃতি এবং সম্পদের জন্য সেই সকল বীর যোদ্ধারা লড়াই করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমন অনীহা সংশোধন করার সময় এসেছে। ইতিহাস শুধু শাসকের নয়। ইতিহাস সাধারণ মানুষেরও। এদিন উপ-রাষ্ট্রপতি ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী ভাব ধারা গড়ে তোলারও আহ্বান করেন।

কমিশনের

তিনের পাতার পর

তরুণী তাঁর বোনকে জানিয়েছিলেন দুই ট্রাকচালক স্কুটারটি সারাতে তাঁকে সাহায্য করবে বলছে। তখনই তাঁর বোন তরুণীকে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে আসার কথা বলেন। পুলিশকে তরুণীর বোন জানিয়েছেন, ওটাই ছিল তাঁদের দু'জনের মধ্যে শেষ কথা। দিদি না ফেরায় বোন ফের রাত ১০টা নাগাদ ফোন করেন। কিন্তু মোবাইল বন্ধ ছিল। পর দিন সকালে শামশাদের আউটার রিং রোডের আন্ডারপাসের নীচে তরুণী চিকিতকের পোড়া দেহ উদ্ধার হয়।

চাকমাঘাটে বন্য হাতির তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ নভেম্বর।। বন্য হাতির তান্ডবে ভুগছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা চাকমাঘাট এলাকার চমপাইল এলাকার বাসিন্দারা। বিগত কয়েকদিন ধরে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে রয়েছে এলাকার মানুষ। এদিকে, জানা গিয়েছে একটি হাতি সন্তান প্রসব করেছে। পাহাড়ে খাবারের সংকট থাকায় এই শুখা মরশুমে হাতির দল সমতলে চলে আসে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালায় হাতির দল। বাড়ি পুড়িয়ে হাতির দলকে জঙ্গে ফেরত পাঠানো হয়। বছরের পর বছর এমন চলছে। এলাকার জনগণের কোন স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।

খুনের মামলায় এক ব্যক্তির কারাদন্ডাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ নভেম্বর।। উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা ও দায়রা জজ গৌতম সরকার ফারকান আলী (৪৯) নামে এক ব্যক্তিকে দশ বছরের কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ছয় মাসের কারাবাসের সাজা ঘোষণা করেছেন। মূলত একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত ছিল ফারকান আলী। ২০১৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এই ব্যাপারে কদমতলা থানায় একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ভারতী দন্ডবিধির ৪৫৭/৩০২/২০১ ধারায় মামলা হয়েছিল।

পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে আতঙ্ক প্যারিসে, খালি করে দেওয়া হল ব্যস্ততম স্টেশন

প্যারিস, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): পরিত্যক্ত-দাবিহীন ব্যাগকে ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়াল প্যারিসের ব্যস্ততম গারে ডু নর্ড ট্রেন স্টেশনে। পরিত্যক্ত-দাবিহীন ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে নিষ্ক্রিয় বিস্ফোরক। তৎক্ষণাৎ কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়েই খালি করে দেওয়া হয় প্যারিসের ব্যস্ততম গারে ডু নর্ড ট্রেন স্টেশন। এই ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শতাধিক যাত্রীরা। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার ব্যস্ততম গারে ডু নর্ড ট্রেন স্টেশনে তল্লাশি চালানোর সময় পরিত্যক্ত ও দাবিহীন একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই ব্যাগের দাবিদারকে খুঁজে না পাওয়ায়, সুরক্ষা কর্মীরা ব্যাগ খুলতেই দেখেন একটি নিষ্ক্রিয় বিস্ফোরক ডিভাইস রয়েছে। ততক্ষণে শতাধিক যাত্রীকে স্টেশন খালি করতে বলা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কোন মুখ্যমন্ত্রী তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনছেন। এদিন জনতা দরবারে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, স্থানীয় বিধায়কগন সহ রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিলে কারোর কোন আপত্তি থাকবে না বলে মনে করেন তিনি। তাঁর কথায়, বর্তমানে এডিসির হাতে কোন ক্ষমতা নেই। ফলে, জনজাতির নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে তাদের খাঁটি হবে বলে আশঙ্কায় ভুগছেন। তিনি জানান, এডিসির অধিক ক্ষমতায়নে সংসদে সংশোধনী বিল আনা হবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে-বিষয়টি সাফ তুলে ধরেছেন।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

আনেন কংগ্রেসের অশোক চহ্বাণ। এরপর এনসিপি-র নবাব মালিক এবং শিবসেনার সুনীল প্রভু।
এই সময় বিরোধী বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন। শান্ত হওয়ার জন্য বিরোধী বিধায়কদের অনুরোধ করেন প্রোটেম স্পিকার। বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ বলেছেন, 'এই অধিবেশন অসাংবিধানিক এবং অবৈধ। প্রোটেম স্পিকারের নিয়োগও অসাংবিধানিক ছিলঊ অধিবেশনের কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য রাজ্যপালের দ্বারস্থ হব আমরা। সংবিধান অনুসরণ করা উচিত।

মৃত্যু ৭ জনের

আটের পাতার পর

ভিপ্পুর গ্রামের কাছে ধুলে-সোলাপুর রোডে। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।
পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার ভোররাতে ধুলে তালুকার অন্তর্গত ভিপ্পুর গ্রামের কাছে ব্রিজ থেকে নীচে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান। ধুলে-সোলাপুর রোডের উপর অবস্থিত ওই ব্রিজটিঊ ব্রিজ থেকে পিকআপ ভ্যানটি নীচে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন (সরকারি সূত্রের খবর আহতের সংখ্যা ১৫)। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, চালকের গাফিলতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

খতম আততায়ী

আটের পাতার পর

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আততায়ীর নাম উসমান খান (২৮)ঊ পাকিস্তানের নাগরিক। ২০১২ সালে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দায়ে দোষীসাব্যস্ত উসমান ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলঊ ২০১০ সালে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল উসমান এবং আরও ৮ জনকে। শুক্রবারের হামলার আগে উসমানের বাসস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম লন্ডন থেকে ১৫০ মাইল দূরে ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ার এলাকায়।

চাইলেন বিধায়ক

আটের পাতার পর

পাড়ায় শনিবার সকালে নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ নিয়ে আসা হলে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাসও সেখানে ছুটে যান। ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস বলেন, পুলিশের তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে তিনি কথা বলে মামলার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা জেল হাজতে রয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। এই হত্যাকাণ্ডের আসল হস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

আলোচনা প্রতীমার

আটের পাতার পর

ক্ষতি হচ্ছে। জমিতেধান লাগালেও এগুলোতে ফলন হচ্ছে না বলে চাষিদের অভিযোগ। এ অবস্থায় একটি টিম গঠন করে সীমান্তবর্তী এলাকার চাষিদের ক্ষতির পরিমাণ যাতে নিরূপণ করা যায় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা করা যায় সে আহ্বান রাখলেন ত্রিপুরার পশ্চিম আসনের এমপি প্রতিমা ভৌমিক। শুক্রবার সংসদ অধিবেশনের শূন্য সময় অধ্যক্ষের কাছে এ আবেদন রাখেন তিনি। তিনি বলেন, কাঁটাতারের বেড়ার পাশে রাতে জ্বালানে আলোর জন্য লাখ লাখ চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিষ.টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত যাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতেও

● প্রথম পাতার পর

মন্তরে ধর্নায় বসার জন্য বলেছে।
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার তেলঙ্গানার ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি কালভার্টের নীচ থেকে ওই তরুণী চিকিতকের আধপোড়া দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কল্লরু গ্রামের একটি পশু হাসপাতালে কাজ করতেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শামশাবাদ টোল প্লাজার কাছে নিজের স্কুটারটি পার্ক করে একটি ভাড়ার ট্যাক্সি নিয়ে গোচিবাওলিতে এক চর্ম চিকিতকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন স্কুটারের পিছনের চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছে। রাত তখন ৯টা বেজে গিয়েছিল। তরুণী তাঁর বোনকে জানিয়েছিলেন দুই ট্রাকচালক স্কুটারটি সারাতে তাঁকে সাহায্য করবে বলছে। তখনই তাঁর বোন তরুণীকে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে আসার কথা বলেন। পুলিশকে তরুণীর বোন জানিয়েছেন, ওটাই ছিল তাঁদের দু'জনের মধ্যে শেষ কথা। দিদি না ফেরায় বোন ফের রাত ১০টা নাগাদ ফোন করেন। কিন্তু মোবাইল বন্ধ ছিল। পর দিন সকালে শামশাদের আউটার রিং রোডের আন্ডারপাসের নীচে তরুণী চিকিতকের পোড়া দেহ উদ্ধার হয়।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

বরাদ্দ করা হোক, সেই প্রস্তাবও দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। কিন্তু, জমি নিয়ে জটিলতা রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই বলে জানিয়েছেন সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা।
তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থীদের জোর করে মিজোরামে প্রত্যাবর্তন অনুচিত হবে বলে দাবি করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। তিনি চাইছেন ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়া হোক। আইএনপিটি-র সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মাও একই সুরে ব্রু শরণার্থীদের জন্য সওয়াল করেছেন। তাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। রেবতি ত্রিপুরা বলেন, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের বিষয়ে মিজোরাম সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করবেন। শুধু তা-ই নয়, ব্রু শরণার্থীদের কাছ থেকেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করবে। তিনি জানান, শরণার্থী সমস্যা নিয়ে মিজোরাম সরকার এবং ব্রু শরণার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হবে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।
তবে, জমি নিয়ে জটিলতার কীভাবে অবসান হবে সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট রূপরেখা এখনও স্থির হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এ-বিষয়ে কোনও দিশা দেখাননি। ফলে, এই জটিলতার অবসান কীভাবে সম্ভব হবে, এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, বলেন রেবতি ত্রিপুরা। অবশ্য, ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা দেখে স্পষ্ট, তাঁরা মিজোরামে ফিরে যেতে আগ্রহী নন। ৩ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্থির হয়েছিল ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পানিসাগরের শিবির থেকে ৬১ পরিবারের ২৪৩ জন এবং কাঞ্চনপুর শিবির থেকে ১১০ পরিবারের ৬০১ জন ব্রু শরণার্থী মিজোরামে ফিরে গেছেন। সে-ক্ষেত্রে ব্রু শরণার্থীদের বড় অংশ এখনও ত্রিপুরায় আশ্রিত।
এদিকে, সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আগামীকাল থেকে ফের ব্রু শরণার্থীদের রেশন সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, আন্দোলনের জেরে ত্রিপুরা সরকার নিজের কোষাগার থেকে তাদের জন্য রেশন সামগ্রী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সরবরাহে মঞ্জুর করেছিল। এ-বিষয়ে কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য বলেন, আজ পর্যন্ত ব্রু শরণার্থীদের রেশন সরবরাহের নির্দেশ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই কাল থেকে তাদের জন্য রেশন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত নতুন কোনও নির্দেশনা আসেনি। ফলে, আগামীকাল থেকে আবারও জটিলতা দেখা দিতে পারে, অনুমান করছেন তিনি।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

সর্বনিম্ন দরদাতাকেই বরাত দেওয়া হয়েছে। তাতে, ন্যূনতম কুড়ি হাজার টাকা সাশ্রয় হয়েছে। তাঁর দাবি, অকারণে অতিরিক্ত টাকা খরচ করার অভিপ্রায় নেই বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের। তিনি বলেন, ওই বরাতকে ত্রিপুরা হাইকোর্টে আপত্তি জানিয়ে মামলা হয়েছিল। তাতে, প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ওই বরাত বাতিল করেছে। তাঁর দাবি, দুর্নীতি হয়েছে বলে উচ্চ আদালত রায়ে বলেনি। তাই, যারা বরাত পেয়েছিল তাদেরকেও নতুন ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার সাথে চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ওষুধ সরবরাহের সুযোগ দিয়েছে উচ্চ আদালত। তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, দুর্নীতি হলে হাইকোর্ট আগের সংস্থাকেই কেন, ওষুধ সরবরাহ করতে বলেছে। তিনি দাবি করেন, বিরোধিতার নামে সিপিএম মিথ্যা চেঁচামেচি করছে। কিন্তু তাদের ওই হইচই মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ বলে মনে হচ্ছে, বিদ্রুপের সুরে বলেন তিনি।

কারাত

● প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন তুলেন তিনি। নারী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের ভ্রান্ত নীতির কারণে দেশের কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। আত্মহত্যার হার ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যের মানুষের আর ক্ষমতা কমে গেছে।
উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না কৃষকরা। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশের গরীব মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছেন। মানুষ ক্ষোভে পড়ছেন। জিনিষপত্রের দামবৃদ্ধি পাচ্ছে, মুদ্রা স্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারখানা বন্ধ হয়ে পড়েছে। এর বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান মানিক সরকার। বেসরকারী সংস্থার হাতে বিভিন্ন সংস্থা তুলে দেবার ফলে দেশের অর্থনীতি আরও বিপন্ন হচ্ছে। এজন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও সুসংহত করার ডাক দেওয়া হয়েছে নারী সমিতির সম্মেলনে।

জন্ম

● প্রথম পাতার পর

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে সাধারণ কামরায় চড়ে রাজবাবু ও তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী সুনিতা দেবী মালদা যাচ্ছিলেন। ধর্মনগর স্টেশনে সুনীতা কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তিনি জানান, সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে তারা ট্রেনে যাত্রা করছেন। তাই, মা ও সন্তানের শারীরিক অবস্থায় যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে। তাঁর দাবি, করিমগঞ্জ ও বদরপুর রেলস্টেশনে মা ও শিশুকে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করেছেন। তাছাড়া, মালদা পর্যন্ত বিভিন্ন বড় রেল স্টেশনে চিকিৎসকদের প্রস্তুত থাকার জন্য বার্তা পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, তাদের খাবার ও ওষুধের বন্দোবস্তও করেছে আরপিএফ, বলেন তিনি।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

না। তাই, বাল্য বিবাহের কলঙ্ক থেকে ত্রিপুরা মুক্তি পাচ্ছে না, হতাশার সুরে বলেন, তিনি। তাঁর কথায়, প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ আটকাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ, পরিবারের সদস্যরা বেআইনী নথি তুলে ধরছেন । তিনি মনে করেন, বাল্য বিবাহ নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা হলে এই কলঙ্ক থেকে মুক্তি সম্ভব।
এদিকে, আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের ৫৮টি ব্লকে শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ এবং শিশুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে একাধিক প্রচারাভিযান চালানো হবে। তাঁর দাবি, সঠিকভাবে প্রচার চালানো হলে ওই সমস্যাগুলি মানুষ বুঝতে পারবে। তবেই ত্রিপুরা শিশুদের জন্য মনোরম পরিবেশের উপহার দেওয়া যাবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

াঙ্গন

লিগের শুরুতেই হোঁচট, আইজলের সঙ্গে ড্র করল মোহনবাগান

আইজল এফসি ০মোহনবাগান ০ আই লিগের শুরুতেই ধাক্কা।এক পয়েন্ট নিয়েই কলকাতায় ফিরছে মোহনবাগান। শনিবার রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে আই-লিগের ১৩ তম সংস্করণের উদ্বোধনী মাচে আইজলের মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান। স্টানলি রোজারিওর দলের সঙ্গে গোলশূন ড্র করল কিবু ভিকুনার ব্রিগেড।এদিন মাচের প্রথমার্ধে পুরোটাই দাপট দেখিয়েছে মোহনবাগান। সৌজনে ভিপি সুহের ও নংদাম্বা নাওরেম ৫৩ শতাংশ বল পজেশন ছিল তাদের। কিন্তু আইজল ফিরে আসে দ্বিতীয়ার্ধে। গোলমুখী শটের বিচারে আইজলের ছিল তিন, মোহনবাগানের ছয়। যদিও এর মধে আইজলের দুটি শট ছিল টার্গেটে। মোহনবাগানের ছিল একটি। দুই দলই তিন পয়েন্ট না-পাওয়ার আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছাড়বে। যদিও মোহনবাগানাকে চিন্তায় রাখবে নাওরেমের চোট।-আইজল শক্ত গাঁট, শুরুর ম্যাচে মানছেন কিবুওদুই দলের চেহারামোহনবাগানে এবার নতুনের ডাক। খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছে টিমের। বদল এসেছে সাপোর্ট স্টাফ থেকে ফুটবলারদের। স্প্যানিয়ার্ড কিবু ভিকুনাকে কোচ করে আনা হয়েছে। তাঁর সাপোর্ট স্টাফেও নতুন মুখ। অনদিকে আইজলেও ছিল নতুনের ছোঁওয়া। দলে অধিকাংশই মিজোরামের তরুণ খেলোয়াড় ।মোহনবাগানের যেখানে ৬জন বিদেশি। সেখানে তাদের স্কোয়াডে বিদেশির সংখ্যা মাত্র ২জন।মোহনবাগানের থেকে প্রত্যাশাকলকাতা লিগে কিবুর দল সাফল্য আনতে পারেনি। তবে আইলিগে মনে রাখার মতো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর সবুজ-মেরুন বাহিনী। শুরুটা আশানুরুপ হলো না সবুজমেরুনের। যদিও এখনও এই মারাথন লিগের অনেকটা পথ চলা বাকি। আশা করা যায় বাগান ঘুরে দাঁড়াবে। আগামী ৮ ডিসেম্বর কলাণীতে মোহনবাগান ঘরের মাঠের প্রথম ও লিগের দ্বিতীয় মাচ খেলবে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে।দুই দলের প্রথম একাদশআইজল এফসি: লালরেমরুয়াতা, রিচার্ড, রোচারজেলা, পল রামফানজায়ুভা, ইসাক ভানালালরুয়াতফেলা, জো জোহেরলিয়ানা, আলফ্রেড জারিয়ান, লালরোসাঙ্গা, লালরামহুনমাওয়াইয়া ও লালনানফেলাহেড কোচ- স্টানলি রোজারিও হেনরিমোহনবাগান: ফ্রান্স মোরান্তে (মার্টিনেজ), গুরজিন্দর কুমার, জোসেবা বেইটিয়া, লালরামচুলোভা, নংদাম্বা নাওরেম (এসকে ফইয়াজ), জুলেন কলিনাস, ভিপি সুহের, দেবজিত মজুমদার, ব্রিটো (এসকে শহিল), ডানিয়েল সাইরাস, ফ্রান্সিসকো গঞ্জালেজ।হেড কোচ- কিবু ভিকুনাআই লিগের প্রথম ম্যাচেই আটকে গেল মোহনবাগান। আইজলের ঘরের মাঠে গোলশূন্য ড্র করল কিবু ভিকুনার সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।এই আইজল সে রকম শক্তিশালী নয়। ভূমিপুত্রদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে দল।এ দিন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মাত্র দু" জন বিদেশিকে নামায় স্ট্যানলি রোজারিওর আইজল। তবুও ৯০ মিনিটের শেষে গোল করতে পারলেন না বেইতিয়া, চামোরারা। অথচ এদিন শুরু থেকেই পাঁচ বিদেশি নামিয়েছিলেন কিবু। কিন্তু সেই কামড় ছিল না তাঁদের খেলায়।যে কোনও টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ সব সময়েই কঠিন হয়। তার উপরে সবুজ-মেরুন শিবিরের প্রথম খেলাই ছিল পাহাড়ে। আইজলে গিয়ে খেলা সব সময়েই কঠিন ব্যাপার। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে খেলতে হয়।ওয়ার্নারকে রেকর্ডের সুযোগ না দিয়ে কেন ডিক্লেয়ার? সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ট্রোলড পেনএই আইজলই বছর কয়েক আগে মোহনবাগানের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছিল। তখন সবুজ-মেরুনে ভরা সনি নর্দে যুগ। আইজলের কাছে হেরে যাওয়ায় সে বার আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায় বাগানের। কলকাতার দল পয়েন্ট নষ্ট করায় সে বার চ্যাম্পিয়ন হয় খালিদ জামিলের আইজল।এ বারের আইজল দলে ভাল মানের বিদেশি নেই। আইলিগের নতুন ক্লাব ট্রাউয়ের দায়িত্ব নিয়ে ভারতে এসেছেন প্রাক্তন ব্রাজিলীয় ফুটবলার ডগলাস দ্য সিলভা। মোহনবাগান-আইজল ম্যাচের বিরতির সময়ে তিনি বলছিলেন, ""''আইজল দলটায় যদি ভাল মানের স্ট্রাইকার থাকত, তা হলে ওরা দু" গোল দিতেই পারত।""'গোল অবশ্য করতে পারত মোহনবাগানও। কিন্তু কোনও দলই গোল করতে না পারায় প্রথম ম্যাচ ঢলে পড়ল গোলশূন্য ড্রয়ের কোলে।

ওয়ার্নারকে সুযোগ না দিয়ে কেন ডিক্লেয়ার? ট্রোলড পেন

ডেভিড ওয়ার্নার যখন ৩৩৫ রানে অপরাজিত,তখনই ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক টিম পেন। আর এটাই মানতে পারছেন না ক্রিকেটপ্রেমীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পেনের সমালোচনায় মুখর তাঁরা।৩৩৫ রানের দুরন্ত ইনিংসে অনেক রেকর্ড ভেঙেছেন ওয়ার্নার। যে ভাবে এগোচ্ছিলেন, তাতে ব্রায়ান লারার ৪০০ রানকেও অক্ষত দেখাচ্ছিল না। কিন্তু ডন ব্র্যাডম্যান ও মার্ক টেলরের টেস্টে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের রেকর্ডকে ওয়ার্নার টপকে যাওয়ার পরই ইনিংসে সমাপ্তি ঘোষণা করেন টিম পেন। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর তখন তিন উইকেটে ৫৮৯।আর এই সিদ্ধান্তের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় চর্চা।পেনকে নিয়ে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপে মেতে ওঠেন নেটিজেনরা। আরও তিন দিনের খেলা বাকি,তবু কেন দ্বিতীয় দিনেই তাড়াহুড়ো করে ডিক্লেয়ার করলেন পেন,চর্চায় মেতে ওঠেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও। কেউ কেউ আবার ব্যক্তিগত কীর্তির চেয়েও দলকে প্রাধান্য দেওয়ায় পেনের প্রশংসাও করেন।

দ্বিতীয় দিনে পিছিয়ে পড়লো ইংল্যান্ড

প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের মুখ দেখেছিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডকে ইনিংসে হারিয়ে ইতিমধ্যেই ০-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে নিজেদের এগিয়ে নিয়েছে কিউয়িরা। ঘরের মাঠে সেই সঙ্গে নিজেদের দাপট বজায় রাখলো কেন উইলিয়ামসনের দল। টেস্টের প্রথম দিনে তিন উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান করেছিল নিউজিল্যান্ড। তবে দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৩৭৫ রান করল নিউজিল্যান্ড। একই সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শতরান করলেন টম লাথাম। একই সঙ্গে ইনিংসের শুরুতেই দুই উইকেট হারালো ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩৩৬ রানে পিছিয়ে ইংল্যান্ড।নিউজিল্যান্ডের হয়ে দলগত ভাবে ভালো পারফর্ম করতে দেখা যায় নিউজিল্যান্ড দলের ক্রিকেটাররা। ব্যাট হাতে লাথামের ঝড়ঝড়ে শতরানের পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেন রস টেলর। ৫৫ রান করেন ওয়াটলিং। টপ অর্ডার ও মিডল অর্ডারের পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে নেমে কিউয়িদের হয়ে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেন ড্যারিল মিচেল। প্রথম ইনিংসে ৩৭৫ রানে শেষ হয় নিউজিল্যান্ডের।অপরদিকে, ব্যাট হাতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে বিপাকে পড়লো ইংল্যান্ড। ১৮ ওভারে মাত্র ৩৯ রানেই ২ উইকেট হারালো ইংল্যান্ড দল। ব্যাট হাতে শনিবার খেলার দ্বিতীয় দিনে ওপেন করতে নামেন ইংল্যান্ডেরররি বার্নস ও ডোম সিবলে। তবে ওপেন করতে নেমে মাত্র ২০ বল খেলে ৪ রান করেই ফিরে যান সিবলে। একই সঙ্গে তিন নম্বরে নেমে ৪ রান করে আউট হন জো ডেনলিও। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের হয়ে উইকেটে দাঁড়িয়ে আছেন ররি বার্নস ও জো রুট।

ভারতের কাছে না হারলে পাকিস্তান ক্রিকেট নড়েচড়ে বসবে না

এই পাকিস্তান দলে আগ্রাসন নেই, দলের বিপর্যয়ে কারও কোনও মাথাব্যথাও নেই। একমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে ভরাডুবি হলে তবেই পাকিস্তান ক্রিকেট নড়েচড়ে বসবে। না হলে, পাক-ক্রিকেটে যা ছবি এখন দেখা যাচ্ছে, তার কোনও পরিবর্তন হবে না। বলছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান বাসিত আলি।অ্যাডিলেডে পাকিস্তান বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও লাবুশানে। বাঁ হাতি ওয়ার্নারের বিধ্বংসী ৩৩৫ রানের সৌজন্যে অস্ট্রেলিয়া রানের পাহাড়ে চড়ে। লাবুশানেও খেলেন ১৬২ রানের ইনিংস। তিন উইকেটে ৫৮৯ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয় অস্ট্রেলিয়া।পাক-ক্রিকেটের এই হাল দেখে স্তম্ভিত দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, ""'ভারতের সঙ্গে যত ক্ষণ না আমাদের কোনও ম্যাচ হচ্ছে, তত ক্ষণ এই ছবিই দেখা যাবে পাকিস্তান ক্রিকেটে। আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে, এখন ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজই হয় না। অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দলের ভরাডুবি হলেও বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না দেশের ক্রিকেটে। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথাও নেই। ভারতের বিরুদ্ধে ভরাডুবি হলেই বড়সড় পরিবর্তন হবে পাকিস্তানের. ক্রিকেটে।""'পাক-বোলারদের নিয়ে অজি ব্যাটসম্যানরা ছেলেখেলা করেন। তা দেখে যন্ত্রণাকাতর বাসিত। তিনি বলেন, ""'ড্রেসিং রুমে দেখলাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা হাসিঠাট্টা করছে। আমাদের দেশের ক্রিকেটের মান তা হলে এতটাই নেমে গিয়েছে যে প্রতিপক্ষ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না?"" প্রশ্ন ছুড়ে দেন বাসিত। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার বলেছেন, ""'এই পাকিস্তান দলে আগ্রাসন ব্যাপরাটাই চোখে পড়ছে না। অ্যাডিলেডের পিচ শুরুতে বোলারদেরই সহায়ক হয়। কিন্তু, সময় যত গড়াতে থাকে, ততই তা ব্যাটিং সহায়ক হয়ে ওঠে।"" কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদেরই দাপট চলল।পাক-অধিনায়ক আজহার আলির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাসিত বলছেন, ""'আজহার আলি খুবই রক্ষণাত্মক অধিনায়ক। অ্যাডিলেডেও রক্ষণাত্মক ক্যাপ্টেন্সি করে গেল। ওয়ার্নারের জন্য ফিল্ডিংটাও ঠিকঠাক সাজায়নি।" অস্ট্রেলিয়ার রানের পাহাড়ের জবাব দিতে নেমেছে পাকিস্তান। খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করছেন না বাসিত। তিনি বলেন, "ফলো অন বাঁচানো খুবই কঠিন পাকিস্তানের।

No. F. 12-25/ARDD/FPS/2017(Link File-21)Dated, Agartala, the 25/11/2019

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT).

TENDER FOR PROCUREMENT OF 10000 NOS. OF OLD GUNNY BAG(50 KG.) FOR R.K. NAGAR UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2019-2020.

e Ter der is hereLy invited on bendif of the Animal Resources Development Deptt. Government of Tripura from the Reputed, E3onafide, Registered Suppliers or their Local Authorized E:istribL.tors of "FCR PROCUREMENT OF 10000 NOS. 01 CI D GUNNY BAG(50 KG.) FOR **R.K. NAGAR UNDER ANIMAL** RESOURCES. CE VELOPMENT DEPT⁻. FOR **THE YEAR** 2019-2020." The details or Tender, Quantity, Specification and Tender Documents are made available in the website (http://tripuratenders.gov.in time of submission of the Tender Documents by online is on 16/12/2019 at **3.00 PM..**
All future Modification/Corrigendum shall he mad.? available in the roa.rement portal, s Bidders are requested to get the update themselves from the e-Procurement web portal only.

ICA/C-1782/2019-20

Director
Animal Resources Development
P.N. Complex, Agartala

সকলের অঙ্গীকার-করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার।

ধোনির সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে", মাহির ক্রিকেট ভবিষ্যত নিয়ে কী বললেন সৌরভ?

স্টাফ রিপোর্টার: অধুনা ভারতীয় ক্রিকেটের চলমান প্রহেলিকা তিনি। তাঁর ক্রিকেটীয় ভবিষ্যত কী, কেউ জানে না। কেউ জানে না তিনি আর দেশের জার্সিতে নামবেন কি না, জানে না অবসর নিলে কবে নেবেন? বিশ্বকাপের পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আর তো মাঠে দেখেনি ভারতীয় ক্রিকেট।মাঝে একটার পর একটা সিরিজ খেলেছে ভারত। ধোনি খেলেননি। তারই মধ্যে ভারতীয় বোর্ড মসনদে বসেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু ধোনি ধোঁয়াশা কাটেনি। বরং দিন দু"য়েক আগে ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী বলে দিয়েছেন যে, আগামী আইপিএলের উপর নির্ভর করবে ধোনির ক্রিকেটীয় ভবিষ্যত। শুক্রবার সেই ধোঁয়াশা অনেকটা কেটে গেল। শহরে এক অনুষ্ঠানে এসে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ বলে দিলেন, ধোনি নিয়ে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে! ""'ধোনি নিয়ে স্বচ্ছতা নেই, কে বলল? কিন্তু সব কিছু সর্বসমক্ষে বলা যায় না। মাথায় রাখতে হবে, ধোনি চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার,"" বলে দেন সৌরভ। শাস্ত্রীয় মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সৌরভ বললেন, ""'দেখা যাক। কিন্তু এটা বলতে পারি, ধোনির সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে গিয়েছে। ওর ব্যাপার নিয়ে আমরা ক্লিয়ার। নির্বাচকরাও জানে। ধোনি নিজেও জানে।""'যার পর প্রশ্ন উঠছে, ধোনি যুগ কি তাহলে সমাপ্তির পথে? তবে অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন এক সূচনার খোঁজ পাওয়া গেল শুক্রবার। সবকিছু ঠিকঠাক চললে, শচীন তেণ্ডুলকর-ভিভিএস লক্ষ্মণ বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে আবার ফিরতে চলেছেন! বোর্ড গঠিত প্রথম ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে শচীন, লক্ষ্মণের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং সৌরভ। কিন্তু তাঁদের স্বার্থের সংঘাত মামলায় এমন নক্ক্যারজনকভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয় যে, তিতিবিরক্ত হয়ে কমিটি ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরবর্তীকালে সিওএ কপিল দেবের নেতৃত্বে নতুন ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। সেটাও বাতিল হয়ে যায়। অথচ সামনেই জাতীয় নির্বাচক বাছার ব্যাপার আছে। তার দায়িত্ব ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির উপরই। সেখানে ফের শচীন-ভিভিএসের প্রত্যাবর্তন ঘটানোর প্রবল সম্ভাবনা। কারণ স্বার্থের সংঘাতে তাঁরা জড়িয়ে নেই। তবে সৌরভ বর্তমানে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলে কমিটির তৃতীয় সদস্য খুঁজতে হবে।শনিবার মুম্বই যাচ্ছেন সৌরভ। রবিবার বোর্ডের বার্ষিক সভা।

লোধা আইন দ্বারা গঠিত নতুন বোর্ড সংবিধানে দু"টো বড়সড় শোধন হতে পারে। এক) রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় "কুলিং অফ" তুলে দেওয়া। যাতে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার মেয়াদ সম্পূর্ণ করে সরাসরি বোর্ডে চলে যাওয়া যায়। দুই) বিভিন্ন কমিটি, সাব কমিটিতে সত্তরোর্ধরা যাতে থাকতে পারেন (যা লোধা আইনবিরুদ্ধ), সেটা দেখা হবে। বোর্ড সদস্যরা প্রস্তাব পাশ করে দিলে আর সুপ্রিম কোর্ট তা মেনে নিলে, বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভ তখন দশ মাস নয়, থাকবেন তিন বছর।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No. 01/SNIQ/EE/WRD-VII/PTL/2019-20, dt. 28.11.2019.

The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Unit rates of the following items from bonafied contractors / suppliers / manufacturers up to 3.00 P.M. on 12 - 12 - 2019.The Quotation will be opened on the same day at 3.30 **PM,** if possible.

Sl No.	Particulars	Unit	Rate with mechanical carring up to 20 Km from block Head Qtr.	Rate with out mechanical carring	Location
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	River Sand, free from clay and other foreign materials.	Cum	Rs......(Rupees.......)		Jubarajnagar & Kalacherra block area under North Tripura District
2.	Hiring of Steel Shutter box suitable for manufacturing of C.C./ S.C. blocks of size 45cm x 45 cm x 30cm in/c plain sheet for mixing, spade belcha bucket and shutter oil etc.	1No. Block	Rs......(Rupees.......)		
3.	First Class brick	No.	Rs......(Rupees.......)		
4.	Jhama Brick	No.	Rs......(Rupees.......)		

The notice can also be seen at website: www.tripura.nic.in / www.tripurainfo.com.
FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-1787/2019-20
সকলের অঙ্গীকার-করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার।

(Er. S.B.B. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No-VII
Pecharthal, Unakoti, Tripura.

রেকর্ড লিয়েন্ডার পেজের, টানা তিনবার পাকিস্তানকে হারাল ভারত

কাজাখস্তানের নুর সুলতানে নিজের রেকর্ড নিজেই ছাপিয়ে গেলেন লিয়েন্ডার পেজ। শনিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের ম্যাচে নজির গড়লেন লিয়েন্ডার। এদিন পুরুষ ডাবলসে পাকিস্তান দলকে হেলায় হারাল ভারত।ভারত-পাকিস্তানের টাইয়ের দ্বিতীয় দিনের ম্যাচে ভারতের হয়ে লিয়েন্ডার ও জীবনের জুটি জয় এনে দেয়। শনিবার ডবলস জয়ের পর ডেভিস কাপের টাইয়ের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩-০ এগিয়ে গেল ভারত। উল্লেখ্য এর আগে ডেভিস কাপের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬ বারের সাক্ষাতে ৬ বার টাই জিতেছে ভারতীয় দল।ডেভিস কাপে এদিন লিয়েন্ডারের রেকর্ড সংখক ৪৪ তম ডবলস জয়। গতবার ডবলসে ডেভিস কাপের ৪৩ তম ম্যাচ জিতে কীর্তি গড়েছিলেন।

এদিন নিজের রেকর্ড নিজেই টপকে গেলেন লিয়েন্ডার। ডেভিস কাপের ইতিহাসে ৫৭টি টাই খেলে এই মাইলস্টোন গড়লেন লিয়েন্ডার।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের লড়াইয়ে এদিন নিজের চেয়ে অনেক ছোট জীবন নেড়ুনচেজিয়ানকে প্রথমবার সঙ্গী করে টাইয়ে নেমেছিলেন লিয়েন্ডার। জুটিতে দুই খেলোয়াড়ের প্রথম ম্যাচ হলেও প্রথম ম্যাচেই দারুণ পারফর্মান্স।পাকিস্তানের মহম্মদ শোয়েব এবং হুফাইজা আবদুল রহমানের জুটিকে ভারতীয় জুটি ৫৩মিনিটের লড়াইয়ে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন। লিয়েন্ডার-জীবনের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-৩।প্রসঙ্গত এর আগে শুক্রবার ভারত-পাক টাইয়ের প্রথম দিন ২-০ এগিয়ে যায় ভারত। দুটি সিলঙ্গস ম্যাচে রামকুমার ও সুমিত নাগাল জয়পান। দুই ম্যাচেই ভারত স্ট্রেট গেমে জয় পেয়েছে।

বোর্ডের মসনদে কত বছর সৌরভ জানা যাবে কাল

রবিবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন বিসিসিআই কমিটি প্রথম সাধারণ সভায় বসতে চলেছে। যে সভার অনতম মূল আকর্ষণ লোধা কমিটির সুপারিশের সংসোধন নিয়ে আলোচনা। এই সভাকেই ঠিক হতে পারে বোর্ডের মসনদে কত বছর সৌরভ !বৈঠকে সুপ্রিম কোর্টের লোধা প্যানেল রচিত সংবিধানে বর্ণিত কুলিং-অফের নিয়ম সংশোধন নিয়ে আলোচনা হবে।কী এই কুলিং অফলোধা কমিটির সংবিধান অনুযায়ী বোর্ডের অন্তর্ভূক্ত কোনও প্রশাসক বিসিসিআই বা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার মিলিয়ে দুট টার্ম অর্থাত মোট ছয় বছর চেয়ার অলকৃত করলে, এর পরের দফায় তিনি আর বোর্ডের কোনও ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না। বোর্ডের অন্দরে সব মিলিয়ে দুটি টার্ম চেয়ার অলকৃত করলেই সেই কর্তাকে পরবর্তী তিন বছরের জন কুলিং পিরিয়ডে যেতে হবে। লোধার এই নিয়মেই সংশোধনের জন্য রবিবারের বৈঠকে আলোচনা ও ভোটাভুটি হতে চলেছে। প্রসঙ্গত সিএবির দায়িত্বে সৌরভ ৫ বছরের বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছেন। বোর্ডের সভাপতি হওয়ার পর সৌরভের হাতে ৯ মাস সময় রয়েছে।সৌরভের সাফল্যপ্রশাসক হিসেব দায়িত্ব নেওয়ার পরই প্রথম পাওয়ার প্লেতে প্রসিডেন্ট সৌরভ দারুণ ব্যাটিং করেছেন।ভারতের মাটিতে ইডেনে প্রথম দিন-রাতের টেস্ট সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করে সারা ফেলে দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।টেস্ট ক্রিকেট থেকে মুখ ফেরানো দর্শকদের মাঠে ফিরিয়ে হাউসফুল ম্যাচ উপহার দিয়েছেন মহারাজ।

PNIeT No:-07/EE/DWS/AGT-II/2019-20
Single bid percentage rated e-tenders are invited for the following work :

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Date of publishing	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online Techinical bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	Running and maintenance NRDWP/ RWS/RIDF scheme under Mohanpur R.D.Biock within the Jurisdiction of DWS Sub-Division Mohanpur/ SH:Yearly Maintenance of Pipeline in/c laying of PVC pipe with other allied work in/c manufacturing and placing of hydrant platforms etc. during the year 2019-20.(2nd call) DNIeT No.31/DNIeT/EE/DWS/AGT-11/ 2019-20	Rs. 5,97	Rs. 19729.00	365 days	27.11.2019	Upto 15.00 Hrs on 20/12/2019	The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-II, Tripura west at 16:00 Hrs on 20/12/2019(If possible)	https:tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class/Category as per NIe-T
2	NRDWP/RIDF/RWS Schemes under DWS SubDivision,Badharghat/ SH:Augmentation of existing distribution system from different DTW Schemes including other allied works during the year 2019-20.(2nd call) ONIeT No.32/DNIeT/EE/DWS/AGT-11/ 2019-20	Rs. 12,69,408.00	Rs. 12,694.00	180 days					

All details details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.triburatenders.gov,in at free of cost. the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For details please visit www.trinuratenders.gov.in or office of the undersigned.
For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-1777/2019-20
নেশার বিরুদ্ধে উঠেছে আওয়াজ-নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বো আজ।

(Er. A. Debnath)
Executive Engineer
DWS Division Agt-II, Agartala.

জাগরণ 1 December, 2019, Sunday আগরতলা ১ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

হায়দরাবাদের ঘটনায় গ্রেফতার ৪জনের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজত

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে তরুণী পশুচিকিতককে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় উত্তাল দেশ ঊ ওই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে হায়দরাবাদ পুলিশঊ শনিবার তাদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ঊ ধৃতদের শাদনগর থানা থেকে চঞ্চলগুদা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদ শহর সংলগ্ন শাদনগরে তরুণী পশুচিকিতকের দগ্ধ দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশঊ হায়দরাবাদের অনতিদূরে শামশাবাদের তন্দুপল্লি টোল প্লাজার কাছে খুন করা হয় ওই তরুণী পশুচিকিতককেঊ পরে দেহটি প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে শাদনগরে চাতানপল্লি সেতুর কাছে পুড়িয়ে দেওয়া হয়ঊ ধর্ষণ করার পর আগুনে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে ওই তরুণী পশুচিকিতককেঊ নক্যারজনক এই ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ সেইসঙ্গে তরুণী যে টোল প্লাজার কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন, পুলিশ সেখান থেকে মৃতের জুতো, জামাকাপড় ও একটি মদের বোতল উদ্ধার করেছে। দেহাংশ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় চার অভিযুক্তকে ঊ এরা হল মহম্মদ আরিফ (২৬), জল্লু শিবা (২০), জল্লু নবীন (২০) এবং চিন্তকুন্ত চেন্নাকেশভুলু (২০) নামে এই চার জনই ট্রাকের কর্মী। প্রধান অভিযুক্ত মহম্মদ আরিফ। এরা সকলেই ট্রাকের চালক ও খালাসি, নারায়ণপেট জেলার বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ ও অপহরণের মামলা রুজু করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সূত্র ও লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তাদের খোঁজ পায় পুলিশ। চিকিৎসক হত্যার ঘটনায় এই চারজনকে গ্রেফতারের পরপরই শামশাবাদের কাছে আর এক মহিলার পোড়া দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের ধারণা, এই ক'জন দ্বিতীয় ঘটনাতেও জড়িত। শনিবার তাদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ঊ ধৃতদের শাদনগর থানা থেকে চঞ্চলগুদা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার তেলঙ্গানার ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি কালভার্টের নীচ থেকে ওই তরুণী চিকিতকের আধপোড়া দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কল্লরু গ্রামের একটি পশু হাসপাতালে কাজ করতেন তিনি।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শামশাবাদ টোল প্লাজার কাছে নিজের স্কুটারটি পার্ক করে একটি ভাড়ার ট্যাক্সি নিয়ে গোচিবাওলিতে এক চর্ম চিকিতকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন স্কুটারের পিছনের চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছে। রাত তখন ৯টা বেজে গিয়েছিল। তরুণী তাঁর বোনকে জানিয়েছিলেন দুই ট্রাকচালক স্কুটারটি সারাতে তাঁকে সাহায্য করবে বলছে। তখনই তাঁর বোন তরুণীকে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে আসার কথা বলেন। পুলিশকে তরুণীর বোন জানিয়েছেন, ওটাই ছিল তাঁদের দু'জনের মধ্যে শেষ কথা। দিদি না ফেরায় বোন ফের রাত ১০টা নাগাদ ফোন করেন। কিন্তু মোবাইল বন্ধ ছিল। পর দিন সকালে শামশাদের আউটার রিং রোডের আন্ডারপাসের নীচে তরুণী চিকিতকের পোড়া দেহ উদ্ধার হয়।

শনিবার আন্তর্জাতিক দিবাঙ্গন দিবসের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। ছবি- নিজস্ব।

দেশবাসীয় ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে চলেছে এনডিএ সরকার প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ১৩০ কোটি ভারতবাসীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে চলেছে এনডিএ সরকার। শনিবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের ছয় মাস পূরণ উপলক্ষ্যে এক টুইটবার্তায় এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের আদর্শকে পাথেও করে ও ১৩০ কোটি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এনডিএ সরকার ভারতের উন্নয়ন এবং ১৩০ কোটি দেশবাসীর ক্ষমতায়নের জন্য নতুন উদ্যমে কাজ করে চলেছে।

বিগত ছয় মাসে এনডিএ সরকারের সাফল্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বিগত ছয় মাসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে গতিশীলতা পেয়েছে উন্নয়নের ধারা। সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় ঐক্যও শক্তিশালী হয়েছে। আগামীদিনে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী নতুন ভারত গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

উল্লেখ, করা যেতে পারে চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে ধরাশায়ী করে বিজেপি একাই পায় ৩০৩টি আসন। কংগ্রেস গুটিয়ে যায় ৫২টি আসনে।

বিগত ছয় মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির মত সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এনআরসি নিয়ে আমরা বাঙালির সভা ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর ।। সম্প্রতি ধলাই জেলার যথাক্রমে জয়ন্তীবাজার সালেমা বাজার ও দুর্গাচৌমুহনী বাজারে এনআরসি'র মাধ্যমে অসমসহ সর্বত্র বাঙালিকে রাষ্ট্রহীন করার চক্রান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশ দেব, মণিলাল শর্মা, বিদিত দেবনাথষ সুভাষ দেবনাথষ তন্ময় নাথ প্রমুখ। উল্লেখিত বক্তাগণ অসমে এনআরসি'র নামে ১৯ লক্ষাধিক বাঙালিকে রাষ্ট্রহীন চিহ্নিত করে, হাজার হাজার মানুষকে ডিটেনশান ক্যাম্পে পাঠিয়ে অমানবিক নির্যাতন করার পর কেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নতুন করে সারা দেশের সঙ্গে আবার সেখানে এনআরসি করা হবে বলে ঘোষণা দিলেন প্রশ্ন তুলেন। সেই সঙ্গে এ পর্যন্ত এনআরসি আতংক অসম, পশ্চিমবঙ্গে যে শতাধিক মানুষের জীবন হানি হল ও ১৬০০ কোটি টাকার উপর উন্নয়নের অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে ব্যয় হল তার দায় কে নেবে তাও তারা প্রশ্ন তুলেন। এক প্রেস বিবৃতিতে তা আমরা বাঙালি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সীমান্তে উজ্বল আলোর বাতি, ফসলের ক্ষতি ব্যবস্থা নিতে সংসদে আলোচনা প্রতীমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর ।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জ্বালানো আলোর কারণে আশপাশের ধানচাষে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরার পশ্চিম আসনের এমপি প্রতিমা ভৌমিক। বিষয়টি যাতে দ্রুত খতিয়ে দেখা হয় এজন্য সংসদে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বা কেটে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাতে রাতের আঁধারে সীমান্ত পারাপার ও চোরাচালান করতে না পারে সেজন্য ফ্ল্যাড লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তীব্র ও উজ্জ্বল ও বাতিগুলো সারারাত ধরে সীমান্তের কাঁটাতার বরাবর জ্বলতে থাকে। উজ্জ্বল আলো ও তাপযুক্ত এই বাতিগুলোর জন্য কাঁটাতারের বেড়ার দু'পাশের ধানি জমির ব্যাপক ছয়ের পাতায় দেখুন

ভূবণবনে গুলিবিদ্ধ মহিলার মৃতদেহ আনা হল রাজ্যে হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি চাইলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর ।। রাজধানী আগরতলা শহরতলীর মধ্য ভুবনবন রায় পাড়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত উমা সরকারের হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকার বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস। গত বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহিলার মৃত্যু হয়। শনিবার তার মরদেহ নিজ বাড়িতে নিয়ে আসলে বিধায়ক তাদের বাড়িতে ছুটে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর মর্ম বেদনা জ্ঞাপন করেন। মধ্য ভুবনবনের রায় পাড়ায় গত ১৬ নভেম্বর রাতে দুষ্কৃতিরা উমা সরকার নামে এক মহিলাকে গুলিবিদ্ধ করেছিল। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে অস্ত্রোপচার করা হয়। তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। তাকে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও তিনি ভেন্টিলেশনে চিলেন। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন উমা সরকার। প্রয়াতার স্বামী ও সন্তানরা কলকাতায় থাকে। মৃতদেহ সেখান থেকে নিজ বাড়ি মধ্য ভুবনবনের রায় ছয়ের পাতায় দেখুন

বন্দেমাতরম ছাড়াই শুরু অধিবেশন ক্ষোভ ফড়ণবিশের

মুম্বই, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতে জাতীয় গান বন্দেমাতরম না বাজানোর জন্য নিন্দায় সরব রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ।

পরম্পরা অনুযায়ী অধিবেশনের শুরুতে জাতীয় গান বন্দেমাতরম বাজানো হয় এবং অধিবেশন শেষে জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন। কিন্তু শনিবার বন্দেমাতরম ছাড়াই শুরু হয় অধিবেশন। পাশাপাশি দেরিতে অধিবেশনের খবর দেওয়ার জন্য প্রটেম স্পিকারের নিন্দায় সরব হন দেবেন্দ্র। তিনি বলেন, অধিবেশনের শুরুতে বন্দেমাতরন বাদ দেওয়ায় নিয়মভঙ্গ হয়েছে। বিজেপি বিধায়কেরা পর্যাপ্ত সংখ্যায় যাতে আস্থাভোটে উপস্থিত না থাকতে পারে সেই কারণে দেরিতে অধিবেশনের খবর দেওয়া হয়েছে। এদিন অধিবেশনের শুরুতে হর হর মহাদেব, জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে শুরু করে বিজেপি বিধায়কেরা। আচরণ সংযত করার পরামর্শ দেন প্রটেম-স্পিকার দিলীপ ওয়ালসে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যপাল আস্থাভোটের জন্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের নির্দেশ শুক্রবার রাতে দিয়েছিলেন। সমস্ত নিয়ম মেনেই এই অধিবেশন শুরু হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে আস্থাভোটে ১৬৯ বিধায়কদের সমর্থন নিয়ে জিতেছে উদ্ধব ঠাকরে।

অমরপুর ব্লক ভিত্তিক দু'দিনব্যাপী পোষণ মেলার উদ্বোধন করলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ৩০ নভেম্বর।। এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে হলে আমাদের শিশুদের প্রতি আরও যত্নশীল হতে হবে। তাদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশ, অপুষ্টি দূরীকরণ, রক্তাল্পতা দূরীকরণ ইত্যাদির প্রতি সঠিক নজর দিতে হবে। গতকাল সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অমরপুর ব্লক ভিত্তিক দু'দিনব্যাপী পোষণ মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। মেলা অঅয়োজনের সহযোগিতায় ছিল অমরপুর আই সি ডি এস প্রজেক্ট এবং অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকার আই সি ডি এস প্রজেক্ট। অমরপুর টাউন হলে আয়োজিত এই মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের ১১টি প্রদর্শনী স্টলও খোলা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীমতি চাকমা আরও বলেন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার পোষণ কর্মসূচির সূচনা করেছে। শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও পুষ্টি সাধারণত শাকসব্জি ও ফলমূলে থাকে। তাই তিনি শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও পুষ্টি সাধারণত শাকসব্জি ও ফলমূলে থাকে। তাই তিনি শিশুদের অধিক পরিমানে এইসব খাদ্য খাওয়ানোর

শ্বশুর দ্বারা আক্রান্ত পূত্রবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ নভেম্বর ।। রাজ্যে নারীরা যে সুরক্ষিত নয় তা আবারো একবার প্রমাণিত হলো। শুক্রবার পানিসাগর থানার অন্তর্গত অগ্নিপাসা হরিজন কলোনির তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় দীনমজুর রসেন্দ্র শব্দকরের স্ত্রী তাপসী শব্দকর (২৮) নিজের শ্বশুর রাজেন্দ্র শব্দকর দ্বারা আক্রান্ত হয়। জানা যায় অনুকুল ঠাকুরের মাতৃ সমেম্মলন উপলক্ষ্যে কয়েকজন মহিলা তাপসীর বাড়িতে যায়। ঐ সময় পুত্রবধূ তাপসীর উপর চড়াও হয় শ্বশুর রাজেন্দ্র। প্রথমে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও পরবর্তীতে শ্বশুর দ্বারা আক্রমণের স্বীকার হয়। তৎখনাৎ উত্তেজিত শ্বশুর পুত্রবধূকে একটি ধারালো বাঁশ দিয়ে আঘাত করে। সাথে সাথে পুত্রবধূ তাপসীর হাত কেটে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় পানিসাগর ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা তাকে নিয়ে পানিসাগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

উত্তরাখণ্ড সফরে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু

দেহরাদুন, ৩ জুন (হি.স.) : শনিবার উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু উত্তরাখণ্ড সফর দেহরাদুন পৌঁছালেন। উপরাষ্ট্রপতি রুরকি ও দেরাদুন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তিনি রুরকির কুঞ্জ বাহাদরপুরে শহীদ স্থলে এক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এর পরে তিনি দেরাদুনের প্রেমনগর এলাকার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমাবর্তনে অংশ নেবেন। উপরাষ্ট্রপতি এদিন সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে জোলিগ্র্যান্ট বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখানে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুকে উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল বেবি রানী মৌর্য, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ধন সিং রাওয়াত প্রমুখ স্বাগত জানান। এরপর উপরাষ্ট্রপতি সেখান থেকে রুরকি চলে যান। তাঁর সফরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

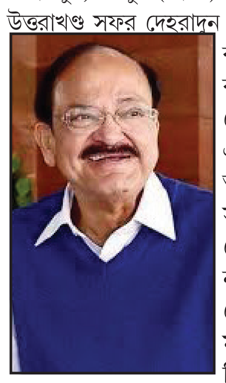

রিয়াং শরণার্থীদের কারণে উচ্ছেদ হওয়াদের পুর্নবাসন চায় আমরা বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর ।। এখন থেকে ২২ বছর আগে মিজোরাম থেকে জাতি হিংসার শিকার হয়ে রিয়াং সম্প্রদায়ে হাজার হাজার মানুষ কাঞ্চনপুর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল তথা আনন্দবাজার, সুভাষনগর, কাশীরামপুর, বলছড়া প্রভৃতি এলাকায় এসে উপস্থিত হয়। তখন মানবতার খাতিরেই সেই সমস্ত অঞ্চলের দীর্ঘ দিনের বসতি বাঙালিরা নিজেদের জমিতে শরণার্থী রিয়াংদের অস্থায়ীভাবে বসবার করার সুযোগ দেয়। পরে সরকারী উদ্যোগেই স্থানীয় বাঙালিদের দেওয়া জমির উপর শরণার্থী শিবির নির্মাণ করে সেখানে সরকারি রেশন ভাতা দিয়ে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেয়। তখন ত্রিপুরা ক্ষণতায় ছিল উপজাতিদের তোষণকারী ও উগ্রপন্থীর মদতজাতা বাঙালি বিদ্বেষী, দুর্নীতিবাজ সিপিএম। তাদেরই রাজত্বে ২০১৬ সালে কাশীরাম পুর এলাকায় রিয়াং শরণার্থীরা কুড়িটিব অধীক বাঙালি বাড়ি, যারা একসময় রিয়াংদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল, পুড়ে দিয়ে বাড়িঘরের সমস্ত অস্তাবর সম্পদ লুটকরে নিয়ে যায়। ভয়ে আতংকে সেই সব অঞ্চলের ৪৮০টির মত বাঙালি পরিবার উদ্ধাস্ত হয়ে লক্ষ্মীপুর, পানিসাগর সহ কাঞ্চনপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অসহায়ের মতো জীবন কাটাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আমরা বাঙালি পক্ষ থেকে তাঁদের ক্ষতিপূরণের সহ পুর্নবাসনের দাবি করা হয়েছে।

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ নভেম্বর ।। শনিবার বিকার সাড়ে তিনটা নাগাদ রহিমপুরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। জানা গিয়েছে, টিআর-০১-এস-৫০৬৭ নম্বরের একটি বাইক বক্সনগর থেকে বিশালগড় যাবার পথে বড়জলা এসবি স্কুলের সামনে একটি বুলেরো গাড়ির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ওই গাড়িতে নয়টি গরু বোঝাই করা ছিল। টিআর-০৭৮-১৫৪২ নম্বরের বুলেরো গাড়ির ধাক্কায় বাইকটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাইক চালক রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়। তার সাথে আরও দুইজন আরোহী ছিটকে পড়ে। বাইকের তিনজন হলেন, রুবেল মিয়, শারুক হোসেন এবং জয়দল হোসেন। তিনজনের অবস্থা সংকটজনক। তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিব্যাঙ্গনদের জন্য সহানুভূতি নয় প্রয়োজন ভালবাসার ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। নন্দননগরস্থিত ফেরান্ডো স্কুল ফর স্পিচ এন্ড হেয়ারিং এর পক্ষ থেকে ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গন দিবস ২০১৯কে সামনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, দিব্যাঙ্গদের জন্য সহানুভূতি বা দয়া নয়, তাদের জন্য প্রয়োজন ভালবাসা এবং সঙ্গ দেওয়া। ভালবাসা এবং সঙ্গ পেলেই তারা একজন সাধারণ মানুষের থেকে ভালো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। তার জন্য তিনি উপস্থিত বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ ও আত্মসংযমের মাধ্যমে শ্রম দান করে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ও আহ্বান জানান।

২রা ডিসেম্বর চড়িলামে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ নভেম্বর ।। সারা রাজ্যের সাথে আগামী ২রা ডিসেম্বর থেকে সিপাহীজলা জেলায় শুরু হবে মিশন ইন্দ্রধনুস পেইজ টু। চলবে সপ্তাহ ব্যাপি। আইএমআই ২.০ এর লক্ষ্য হল দুই বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশুকে টিকা দেওয়া এবং সমস্ত গর্ভবতী মহিলারা এখনও আচ্ছন্ন / আংশিকভাবে আবৃত। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভাবে রঞ্জন বিশ্বাস শনিবার বেলা ১১টায় তাঁর চেম্বারে মিশন ইন্দ্রধনুস পেইজ টু বিষয়ে সাংবাদিকদের কাছে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত পানিসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ নভেম্বর।। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। আর ব্যতিক্রম নেই পানিসাগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে বিভিন্ন বিওপিগুলিও। আজ পানিসাগর হেডকোয়ার্টার এর অধীন সেপেনজুরি চা বাগানের ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাইসিং ডে দিনটিকে স্মরণ করা হয়।১৬৬ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা নাচে, গানের মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখেন আজ। সকাল ১১টা থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ছিলেন পানিসাগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ডিআইজি রাজিব দোয়া। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেপেনজুরি ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান হেডকোয়ার্টারের কমান্ড্যান্ট এস আর বেরুয়া, এসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট প্রিয়ব্রত বেরুয়া প্রমূখ।আজকের রেইসিং ডের মুখ্য অতিথি ডিআইজি রাজিব দোয়া সংবাদমাধ্যমকে এক প্রতিক্রিয়ায় জানান,প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সারা রাজ্যের সঙ্গে দেশব্যপী এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আর তাতে পিছিয়ে নেই পানিসাগর সেক্টর হেডকোয়াটারও। পনেরো দিন পূর্ব থেকে অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর থেকে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। চলবে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত।পানিসাগরস্তিত সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আবারো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কালকের দিনটি জাঁকজমকভাবে স্মরণীয় করে রাখা হবে বলে জানান সেক্টর অফিসার রাজিব দোয়া। আজও জওয়ানদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজেদের মতো নাচে গানে মাতোয়ারা হয়ে থাকে।তাছাড়া মিজোরাম থেকে আগত শিল্পীরা উনাদের চিরাচরিত নৃত্য পরিবেশন করেন।পরিবেশন করা হয় ভাংড়া নৃত্যও।১৯৬৫ সালের পয়লা ডিসেম্বর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের জন্ম হয়েছিল।সেই থেকে দীর্ঘ চুয়ান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদের দেশ রক্ষার কাজে। প্রতিবছরই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে থাকে জওয়ানরা, এবারও তার ব্যতিক্রম নেই।১লা ডিসেম্বর ৫৫ তম বছরে পদার্পণ করবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর রাইসিং ডে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা দিবস। আজকের রাইসিং ডে অনুষ্ঠানে সেপেনজুরি স্থিত ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের ১২০৬ জন সহ অন্যান্য বিওপির বিএসএফ আধিকারিক ও জওয়ানরা উপস্থিত ছিলেন।

সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ায় বিশ্বমঞ্চে কোণঠাসা পাকিস্তান : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

পুণে, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ায় বিশ্বমঞ্চে এই মুহূর্তে কোণঠাসা পাকিস্তান। এ জন্য কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরই। শনিবার সকালে পুণের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা এদিন বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোণঠাসা পাকিস্তান, বিশ্ব মঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে গিয়েছে, এই দক্ষ কূটনীতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরই কৃতিত্ব রয়েছে।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ছায়াযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে পাকিস্তান, কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি পাকিস্তান ছায়াযুদ্ধে লিপ্ত হলেও জয়ী হতে পারবে না।' শনিবার সকালে পুণে-তে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংঊ সেখানেই এই মন্তব্য করেছেন রাজনাথ সিং।

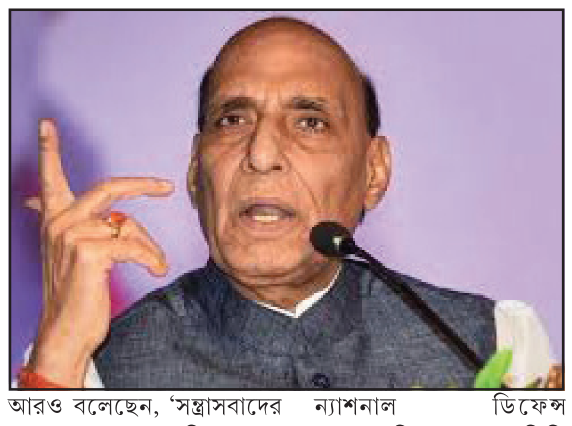

লন্ডন ব্রিজে ছুরি নিয়ে সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু দু'জনের, পুলিশের গুলিতে খতম আততায়ী

লন্ডন, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): ধারালো ছুরি নিয়ে নিরীহ পথচারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পঠল সন্ত্রাসবাদী। শুক্রবার দুপুরে (লন্ডনের স্থানীয় সময়) সেন্ট্রাল লন্ডনের ব্রিজে ছুরি-হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন পথচারী। এছাড়াও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনঊ পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে আততায়ীরঊ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুর দু'টো নাগাদ সেন্ট্রাল লন্ডনের ব্রিজের উত্তর দিকে পথচারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই আততায়ীঊ হাতে বিশাল ছুরি নিয়ে এলোপাথাড়ি চালাতে থাকে সেঊ ছুরির কোপে প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন, এছাড়াও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনঊ তাঁদের শীরের বিভিন্ন অংশ কেটে গিয়েছে। পথচারীরাই আততায়ীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুড়ি কেড়ে নেয়। তারপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আততায়ীকে গুলি করে খতম করে।

লন্ডন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেন্ট্রাল লন্ডন ব্রিজে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপে প্রাণ হারিয়েছেন দু'জনঊ হামলার পরই পুলিশের গুলিতে খতম হয়েছে আততায়ী। সন্দেহভাজন আততায়ীর নাম হল-২৮ বছর বয়সি উসমান খানঊ লন্ডন ব্রিজ হামলাকে 'সন্ত্রাসী হামলা' আখ্যা দিয়েছে পুলিশঊ মেট্রোপলিটন পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নীল বাসু জানিয়েছেন, শুক্রবার সেন্ট্রাল লন্ডনে ছুরি-হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছেঊ এছাড়াও ৩ জন জখম হয়েছেনঊ পুলিশের গুলিতে খতম হয়েছে সন্দেহভাজন আততায়ী। এই হামলা নিঃসন্দেহে জঙ্গি হামলাঊ মেট্রোপলিটন ছয়ের পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে ব্রিজ থেকে পড়ে গেল পিকআপ ভ্যান, মৃত্যু ৭ জনের

ধুলে (মহারাষ্ট্র), ৩০ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ২০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধুলে তালুকার অন্তর্গত ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।